POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا

ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

যাহারা বলে, 'হ আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি; অতএব, তুমি আমাদিগকে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, এবং আগুনের আযাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।'

(আলে ইমরান, আয়াত: ১৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
4

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 24শে জানুয়ারী, 2019 17 জামাদি আল আওয়াল 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! এখন ধর্মের জন্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময়। এই সমুদয়কে সৌভাগ্য মনে কর, কারণ পুনরায় কখনও ইহা হাতে আসিবে না। যাকাত প্রদানকারীগণের এখানেই নিজেদের যাকাত প্রেরণ করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তি বৃথা ব্যয় হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে এবং সেই টাকা এই পথে কাজে লাগাইবে। সর্বাবস্থায় আন্তরিকতা প্রদর্শন করিবে, যেন অনুগ্রহ ও রূহুল কুদ্দুস (পবিত্র আত্মা)-এর পুরস্কার লাভ করিতে পার।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

এই সমুদয় উপদেশ আমি এই উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছি যেন আমাদের জামাত তাকওয়ায় (খোদা ভীতিতে) উন্নতি লাভ করে এবং যাহাতে তাহারা এই যোগ্যতা অর্জন করে যে, খোদাতালার গযব যাহা দুনিয়াতে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, উহা তাহাদের নিকটে না পৌঁছে এবং বর্তমনে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে বিশেষভাবে তাহাদিগকে রক্ষা করা হয়। প্রকৃত তাকওয়া (হায়! প্রকৃত তাকওয়ার বড়ই অভাব) খোদাকে সন্তুষ্ট করিয়া দেয় এবং খোদাতালা সাধারণভাবে নহে বরং নিদর্শন স্বরূপ প্রকৃত মুত্তাকী খোদা-ভীরু) ব্যক্তিকে বিপদাপদ হইতে রক্ষা করেন। প্রত্যেক প্রবঞ্চক বা অজ্ঞ ব্যক্তি মুত্তাকী হইবার দাবী করে, কিন্তু সেই ব্যক্তিই মুত্তাকী যিনি খোদাতালার নিদর্শন দ্বারা মুত্তাকী বলিয়া সাব্যস্ত হন। প্রত্যেকে বলিতে পারে, আমি খোদাতালাকে ভালবাসি, কিন্তু সেই ব্যক্তিই খোদাতালাকে ভালবাসে যাহার ভালবাসা ঐশী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। প্রত্যেকেই বলে, আমার ধর্ম সত্য, কিন্তু সত্য ধর্ম সেই ব্যক্তিরই, যিনি এই দুনিয়াতেই নূর (ঐশী জ্যোতিঃ) প্রাপ্ত হন। প্রত্যেকেই বলে যে, আমি নাজাত (মুক্তি) লাভ করিব, কিন্তু এই উক্তিতে সেই ব্যক্তিই সত্যবাদী, যে এই দুনিয়াতেই নাজাতের জ্যোতিসমূহ দর্শন করিয়া থাকেন।

অতএব, তোমরা চেষ্টা কর যেন খোদাতালার প্রিয় হইয়া যাও, যাহাতে তোমাদিগকে প্রত্যেক বিপদ হইতে রক্ষা করা হয়। পূর্ণ মুত্তাকীকে প্লেগ হইতে রক্ষা করা হইবে। কারণ সে খোদাতালার আশ্রয়ে আছে। অতএব তোমরা পূর্ণ মুত্তাকী হও। খোদাতালা প্লেগ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তোমরা শুনিয়াছ। উহা এক গযবের (অভিশাপের) আগুন। সুতরাং তোমরা নিজদিগকে এই আগুন হইতে বাঁচাও।

যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আমার অনুসরণ করে এবং অন্তরে কোনপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে না, আলস্য ও শৈথিল্য করে না এবং পুণ্যের সহিত পাপ মিশ্রিত রাখে না, তাহাকে রক্ষা করা হইবে; কিন্তু যে এই শিথিল পদ বিক্ষেপে চলে এবং তাকওয়ার পথে সম্পূর্ণরূপে চলে না, কিংবা সংসারে নিমজ্জিত, সে নিজেকে পরীক্ষায় নিপতিত করে। প্রত্যেক দিক দিয়া তোমরা খোদাতালার এতায়াত (আনুগত্য) কর। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজেকে বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে, তাহার জন্য এখন সময় যে, সে নিজের অর্থ দ্বারাও এই সেলসেলার খেদমত করে। যে ব্যক্তি এক পয়সা দিবার যোগ্যতা রাখে, সে এই সেলসেলার ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসে মাসে এক পয়সা করিয়া দিবে এবং যে মাসিক এক টাকা দিতে পারে সে প্রতিমাসে এক টাকাই আদায় করুক; কারণ লংগরখানার খরচ ব্যতীত ধর্মীয় কাজকর্মের জন্যও অনেক খরচের প্রয়োজন। শত শত মেহমান আসেন, কিন্তু টাকা পয়সার অভাবে আজ পর্যন্ত মেহমানদের জন্য যথোচিত আরামদায়ক ঘরের ব্যবস্থা হয় নাই। চারপাই (খাট)-এর ব্যবস্থা নাই। মসজিদ প্রসারনেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। বিরুদ্ধবাদীগণের তুলনায় পুস্তকাদির প্রণয়ন ও প্রচারের ধারা অত্যন্ত ক্ষীণ। খৃষ্টানদের পক্ষ হইতে যেখানে পঞ্চাশ হাজার পুস্তক-পুস্তিকা এবং ধর্ম বিষয়ক পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশিত হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ হইতে মাসিক এক হাজারও যথারীতি প্রকাশ করা যায় না। এই সমুদয় কাজের জন্য প্রত্যেক বয়াত গ্রহণকারীর নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য প্রদান করা আবশ্যক, যেন খোদাতালাও তাহাদিগকে সাহায্য করেন। যদি বিনাব্যতিক্রমে প্রতিমাসে তাহাদের সাহায্য পৌঁছিতে থাকে- তাহা অল্প সাহায্যই হউক তাহা হইলে উহা ঐরূপ সাহায্য হইতে উত্তম, যাহা কিছুকাল ভুলিয়া থাকিয়া আবার নিজেরই খেয়ালখুশী অনুযায়ী করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তরিকতার পরিচয় তাহার খেদমত দ্বারা পাওয়া যায়।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! এখন ধর্মের জন্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময়। এই সমুদয়কে সৌভাগ্য মনে কর, কারণ পুনরায় কখনও ইহা হাতে আসিবে না। যাকাত প্রদানকারীগণের এখানেই নিজেদের যাকাত প্রেরণ করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তি বৃথা ব্যয় হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে এবং সেই টাকা এই পথে কাজে লাগাইবে। সর্বাবস্থায় আন্তরিকতা প্রদর্শন করিবে, যেন অনুগ্রহ ও রূহুল কুদ্দুস (পবিত্র আত্মা)-এর পুরস্কার লাভ করিতে পার। কারণ এই পুরস্কার ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত, যাহারা এই সেলসেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি রূহুল কুদ্দুসের যে তাজাল্লীর (জ্যোতির) বিকাশ ঘটিয়াছিল উহা প্রত্যেক প্রকারের তাজাল্লী হইতে উত্তম। রূহুল কুদ্দুস কখনও কোন নবীর প্রতি কবুতরের আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছেন, কখনও কোন নবী বা অবতারের প্রতি গাভীর আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছেন এবং কাহারও প্রতি কচ্ছপ বা মাছের আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছেন এবং (তখনও তাঁহার) মানব আকৃতিতে প্রকাশিত হইবার সময় আসে নাই, যে পর্যন্ত না পূর্ণ মানব অর্থাৎ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত না হইয়াছেন। যখন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হইয়া গেলেন, তখন তিনি পূর্ণ মানব হওয়ার কারণে রূহুল কুদ্দুসও তাঁহার প্রতি মানবের আকৃতিতেই প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং যেহেতু রূহুল কুদ্দুসের বিকাশ প্রবল ছিল, উহা ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশের দিকচক্রবাল পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল; এই জন্যই কুরআন শরীফের শিক্ষা শিরক (অংশীবাদ) হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু যেহেতু খৃষ্ট ধর্মের নেতার প্রতি রূহুল কুদ্দুস অতি দুর্বল আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, অর্থাৎ কবুতরের আকৃতিতে; এই জন্য অপবিত্র রূহ অর্থাৎ শয়তান ঐ ধর্মের উপর জয়যুক্ত হইয়া গিয়াছে, এবং এই

এরপর ১১ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

(পূর্ববর্তী সংখ্যা-৪৬, খণ্ড-৩- এর পর রিপোর্টের অবশিষ্ট অংশ)

আলমেরে শহরের এক কাউন্সিলর নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি জামাতের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক। খলীফাতুল মসীহ নিজের ভাষণে জামাতের সদস্যদেরকে যেভাবে মসজিদ নির্মাণের সঙ্গে শান্তির বার্তা প্রসারের নির্দেশ দিয়েছেন তাতে আলমেরেতে সামাজিক সমন্বয় সাধনের বিষয়টি শক্তিলাভ করবে। তিনি বলেন, এর থেকে ভাল অনুষ্ঠান জীবনে কখনো দেখি নি।

লোকাল কাউন্সিলরের এক সদস্য বলেন: আমার মনে হচ্ছে আগামী দিনের রাশ থাকবে আপনাদের খলীফা এবং জামাত আহমদীয়ার হাতে।

ইহুদী কমিউনিটির নেতা মি. হ্যারি নট সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: এই প্রথম খলীফাকে এত কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেলাম। হুযুরের ভাষণ সমস্ত শ্রেণীর বিদ্বানদের জন্য আলোকবর্তিকা।

ইউনিভার্সাল পীস ফেডেশেন-এর সদস্য মি.হানস ক্যাম্পমান এবং তাঁর সঙ্গী উইম কোয়েস্টার নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, তিনি আজ প্রথমবার খলীফাতুল মসীহকে দেখেছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খলীফার ভাষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর আমাদের সমাজের জন্য যথোপযুক্ত ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের আর আমাদের গন্তব্যস্থল অভিন্ন।

লোকাল কাউন্সিলের এক সদস্য আসজান ভান ডিক নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আমি আপনাদের খলীফার ভাষণ শুনে প্রভাবিত হয়েছি আর ভবিষ্যতেও এমন অনুষ্ঠানে আসতে চাইব, কেননা আপনাদের খলীফা বর্তমান যুগে মানবতার ধ্বজাবাহক।

লিবারেল নামে রাজনৈতিক দলের নেতা মার্ক উইগার বলেন, খলীফাতুল মসীহকে দেখে মনে হয় ভবিষ্যতে আপনাদের জামাতই এই পৃথিবীর শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে।

যে এলাকায় আমাদের মসজিদ নির্মিত হয়েছে সেখানকার পুলিস ইনচার্জ পিটার্স রয়েটার্স বলেন, আমি আজকের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা দেখে প্রভাবিত হয়েছি। আমি এই দেখে আশ্চর্য হয়েছি যে এত সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন আপনারা কিভাবে করলেন। আমি পূর্বে কখনও এমন উৎকৃষ্ট মানের সুব্যবস্থিত অনুষ্ঠান দেখি নি।

জেসিকা কিপস নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন, যিনি একটি রাজনীতিক দলের প্রাক্তন কাউন্সিল সদস্য। তিনি ভাষণ শোনার পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ইসলামের খলীফা যে কথা বলেন, সেগুলি সরাসরি হৃদয়কে স্পর্শ করে। যদিও আমি মুসলমান নই, কিন্তু যে কথা সত্য তা স্বীকার না করে পারি না।

এক তুর্কি মুসলমান ভদ্রমহিলা বলেন, খোদা করুক এই মসজিদ দ্রুত সম্পূর্ণ হোক আর আমরা যেন এখানে এসে নামায পড়তে পারি। আমরা মুসলমানদের মসজিদে যাই সেগুলি শিরক দ্বারা পরিপূর্ণ। খলীফাকে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে মনে হয় এই দুর্যোগপূর্ণ যুগে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মানুষকে খোদার দিকে আহ্বান করছেন।

De Correspondent পত্রিকার জন্য হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাৎকার

সাংবাদিক: এই অঞ্চলে কিভাবে শান্তি প্রিয় ইসলামের প্রচার করেন যেখানে অন্যান্য মুসলমান দলগুলি কুরআন করীমের আয়াতসমূহকে উগ্রবাদের পক্ষে ব্যখ্যা করে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, এমনটি নয় যে আমরা কেবল আজকেই ইসলামের শান্তিপ্রিয় হওয়ার বিষয়ে প্রচার করছি। বরং ১২৫ বছর যাবৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করে আসছি যা হল শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা । আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মসীহ ও মাহদী এসেছেন এবং তিনি ১৮৮৯ সালে জামাত আহমদীয়ার আহমদীয়ার গোড়াপত্তন করেন। তিনি এই ঘোষণা দেন যে, এখন আর তরবারির জিহাদ হবে না।

হুযুর বলেন, তাই আজ আর তরবারির জিহাদ নেই। আজ ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা তরবারি দ্বারা ইসলামের উপর আক্রমণ করে না, বরং খৃষ্টান পাদ্রীরা প্রচার করছিল আর খৃষ্টবাদের মতবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিল। ইসলামের শিক্ষা হল যে পন্থায় আক্রমণ হয় সেই পন্থাতেই জবাব দিতে হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একথাই বলেছেন যে, আজ ইসলামের উপর কলমের দ্বারা আক্রমণ করা হচ্ছে, অতএব এর উত্তর কলমের দ্বারা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এটি কলমের জিহাদের যুগ। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কলমের দ্বারাই খৃষ্টানদের প্রচার এবং বাণী প্রসারের জবাব দিয়েছেন। হুযুর বলেন, আঁ হযরত (সা.) দশ বছর মক্কায় থেকেছেন। সেই সময় তাঁর উপর হওয়া জুলুম ও অত্যাচারের জবাবে কোন প্রতিক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। অতঃপর তিনি মদিনা হিজরত করেন। সেখানে দেড় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মক্কার বিরুদ্ধবাদীদের দল তাঁর উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তখন তিনি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা করার অনুমতি প্রাপ্ত হন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রতিরক্ষা করার অনুমতি প্রদান করে বলেন, যদি প্রতিরক্ষা করার অনুমতি না দেওয়া হত তবে ইহুদীদের উপাসনাগার, গীর্জ, মন্দির বা মসজিদ কিছুই নিরাপদ থাকত না। এই প্রতিরক্ষার অনুমতি এই কারণে দেওয়া হয়েছে যাতে সমস্ত ধর্ম এবং তাদের উপাসনাগারগুলি নিরাপদে থাকে।

আঁ হযরত (সা.) একটি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বলেন, আমরা একটি ছোট জিহাদ থেকে এক বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। সেটি হল তবলীগের জিহাদের দিকে, আমরা ইসলাম প্রচারের জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। অতএব আজ নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন এনে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বাণী অন্যদের মাঝে প্রচার করাই হল প্রকৃত জিহাদ। আজ তরবারির জিহাদ নেই, কেননা বিরুদ্ধবাদীরা অস্ত্র দ্বারা ইসলারেম উপর আক্রমণ করছে না।

সাংবাদিক: ২০০৩ সালে ইরাকে যে যুদ্ধ হল সেটি কি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ইরাকে মার্কিন সেনা ইসলাম ধ্বংস করতে আসে নি। এটিই যদি তাদের উদ্দেশ্য হত তবে সেখানে কোন মুসলমান জীবিত থাকত না। কিন্তু যখন মার্কিন সেনা যখন ইরাক যুদ্ধ থেকে ফিরে এল তখন তারা সেই দেশকে মুসলমানদের নেতৃত্বের হাতে সোপর্দ্দ করে এল। অতএব এটি কোন ধর্মযুদ্ধ ছিল না। এটি ছিল ভূ-রাজনৈতিক লড়াই। আজকের এই যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ লড়া হচ্ছে না। মুসলমানেরা নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা করছে। দায়েশ এজিদিদেরকে হত্যা করছে আর ইসলামের প্রাচীন স্মারকগুলিকে ধ্বংস করছে। এই যে সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং খুন-দাঙ্গা চলছে এর কোনটিই ধর্মীয় যুদ্ধ নয়।

সাংবাদিক: এরা কি কুরআন করীমের আয়াতসমূহের ভুল ব্যাখ্যা করে?

হুযুর বলেন, এরা কুরআন করীমের নিজের ব্যাখ্যা করে এবং জিহাদের ভিন্ন ব্যাখ্যা করে থাকে।

জিহাদের অর্থ হল কোন উৎকৃষ্ট বস্তু লাভের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা। কুরআন করীমের কয়েকটি আয়াতে তরবারির জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং তা শর্তসাপেক্ষ। কয়েকটি বিশেষ নীতির সঙ্গে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন যুদ্ধ বন্দীদেরকে শীঘ্র মুক্ত করে দিতে হবে, যুদ্ধে ধর্মীয় নেতা, মহিলা, শিশু এবং বয়োবৃদ্ধদের হত্যা করবে না এবং ধর্মীয় উপাসনাগারকে ধ্বংস করবে না।

সাংবাদিক: এরা যে জিহাদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে এর কারণ কী?

হুযুর বলেন, আঁ হযরত (সা.)-এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইসলামের উপর এমন এক সময়ও আসবে যখন কেবল ইসলামের নামটুকুই অবশিষ্ট থেকে যাবে। এমন যুগে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের পথপ্রদর্শনের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে প্রেরণ করবেন, যিনি এসে মানুষকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করবেন। তিনি এসে জিহাদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার সংশোধন করেছেন।

হুযুর বলেন, প্রাচীন পণ্ডিত ও বিদ্বজনেরা কুরআন করীমের ব্যখ্যায় এটিকে এক শান্তিপ্রিয় শিক্ষা রূপে উপস্থাপন করেছেন যেটি সঠিক। আজকের সন্ত্রাসের যুগে এরা জিহাদের আয়াতগুলির ব্যাখ্যা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে করছে।

হুযুর বলেন, আরবী ভাষার ব্যাপ্তি ও গভীরতা সুবিশাল এর প্রতিটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। আনুষঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এর সঠিক অর্থ করতে হয়।

কুরআন করীমের কয়েকটি আয়াতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। আর বাকি অন্যান্য আয়াতসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় আমাদের সঙ্গে অন্যদের তেমন কোন বিশেষ পার্থক্য নেই। আমাদের অনুবাদ আপনি পড়ে দেখতে পারেন। আপনি এটি অন্যান্য উলেমাদেরকে দেখালে তারা বলবে খুব ভাল অনুবাদ, তবে যদি আপনি তাদেরকে একথা না জানান যে এটি জামাত আহমদীয়া দ্বারা অনুদিত।

সাংবাদিক: উগ্রপন্থা সৃষ্টি করার কোন বিশেষ কারণ আছে কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, কয়েকটি ভূ-রাজনৈতিক কারণ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট ইরাকের উপর আক্রমণ করার ফলে পরিস্থিতির অবনতি

এরপর সাতের পাতায়...

জুমআর খুতবা

" যে কাজ যুগ খলীফার আমার উপর ন্যস্ত করেছেন তা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে যেন পূর্ণ করতে পারি, আমার বাসনা কেবল এতটুকুই"

"মানুষের প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রম কোন মূল্য রাখে না, এটিই আমার জীবনের সারকথা। যা কিছু আছে তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আর সেটিও খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।"

হযরত আকদস মহম্মদ (সা.)-এর প্রেমিক, হাদীস বিশারদ এবং খিলাফতের প্রেমিক হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর জ্যেষ্ঠ পৌত ও হযরত নবাব মুবারকা বেগম সাহেবা এবং নবাব মহম্মদ আলী খান সাহেবের দৌহিত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর মামাত ভাই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও করুণা লাভেল সুসংবাদ লাভ করে ওয়াকফে জীন্দগীর হিসেবে অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জনকারী সাহেবযাদা মির্যা আনাস আহমদ সাহেবের মৃত্যু, যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একাধিক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন। মরহুমের স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২১ ডিসেম্বর, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২১ ফাতাহ, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: আজকে আমার ইচ্ছা ছিল প্রথমে কিছু সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব, এরপর শ্রদ্ধেয় মির্যা আনাস আহমদ সাহেবের স্মৃতিচারণ হবে, যিনি কয়েকদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু মানুষ তার সম্পর্কে আমাকে অনেক বেশি চিঠি লিখেছে, যাতে তার স্মৃতিচারণ করেছে। তাই আমি ভাবলাম যে, আজকে শুধু তার কথাই উল্লেখ করি।

মির্যা আনাস আহমদ সাহেব, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, কয়েকদিন পূর্বে রাবওয়ায় ৮১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন**। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর সবচেয়ে বড় পৌত্র ছিলেন। আর হযরত নবাব মোবারেকা বেগম এবং নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আমার মামাতো ভাইও ছিলেন। তিনি কাদিয়ানে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন, এরপর রাবওয়ায় তা সম্পূর্ণ করেন। তারপর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন। এরপর কিছুদিন সেখানে (অর্থাৎ রাবওয়ায়) কলেজে খেদমত করেন। তারপর এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জন করেন। এখান থেকে তিনি এম. এ. ডিগ্রি করেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি ১৯৫৫ সালে জীবন উৎসর্গ করেন আর ১৯৬২ সনে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন বিভাগে গভীরনিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। গভীর আগ্রহ, দৃঢ়চিত্ততা আর পরিশ্রমের সাথে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। হাদীস শাস্ত্র, দর্শন এবং ইংরেজী সাহিত্যে তার ব্যাপক অধ্যয়ন ছিল। বিশেষ করে হাদীস শাস্ত্রের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই কারণে ব্যক্তিগত আগ্রহে হাদীস শাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান তিনি মরহুম মৌলভী খুরশিদ আহমদ সাহেবের কাছে অর্জন করেছেন। তার ঘরেও তার নিজস্ব বড় লাইব্রেরী ছিল, যেখানে দুষ্প্রাপ্য বইপুস্তক তিনি রাখতেন। অধ্যয়নের গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর। যেকোন বিষয়ে কোন ছাত্র দিকনির্দেশনার জন্য আসলে তাকে খুব ভালো তথ্য সরবরাহ করতেন। হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ আর মৌলিক উৎস সংক্রান্ত বইপুস্তকও তাঁর সংগ্রহে ছিল। বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে তিনি এগুলো একত্রিত করেছিলেন।

১৯৫৫ সনে যখন তিনি জীবন উৎসর্গ করে নিজের সেবা উপস্থাপন করেন, তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমি জামা'তে জীবন উৎসর্গ করার যে প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছি তার পর থেকে আমার কাছে তিনটি আবেদন পত্র এসেছে, একটি আমার পৌত্র মির্যা আনাস আহমদের, যিনি মির্যা নাসের আহমদ সাহেবের ছেলে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের তৌফিক দিন।" আর আনাস আহমদ সাহেব লিখেন, "আমার ইচ্ছা ছিল আমি আইন শাস্ত্র পড়ে জীবন উৎসর্গ করব, কিন্তু এখন আপনি আমাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়োজিত করুন, আমি সর্বাঙ্গীনভাবে (কাজের জন্য) প্রস্তুত। "

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩৬, পৃ: ১৯৪, প্রদত্ত ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৫)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ৫৬ বছর পর্যন্ত জামা'তের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার তার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তালিমুল ইসলাম কলেজে প্রভাষক হিসেবে তার পদায়ন হয়। তারপর ১৯৭৫ সনে নায়েব নাযের ইসলাহ্ ইরশাদ নিযুক্ত হন। এরপর এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ইরশাদও ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর প্রথম ইউরোপ সফরে তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারীও ছিলেন। জামেয়া আহমদীয়ার এডমিনিস্ট্রেটর বা প্রশাসক হিসেবেও কাজ করার তার সৌভাগ্য হয়েছে। কয়েক বছর তিনি নাযের তালীমও ছিলেন। এছাড়া নায়েব নাযের দিওয়ানও ছিলেন। তিনি তাহরীকে জাদীদে ওকীলুত তসনীফের দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন। প্রথমে ওকীলুত তসনীফের দায়িত্ব পালন করেন, এরপর ১৯৯৯ সালের মার্চে ওকীলুল ইশায়াত হয়েছেন। বয়সের দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৯৭ সনে তিনি অবসরপ্রাপ্ত হন। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামা'তের কাজ করার তার সৌভাগ্য হয়েছে। কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্‌র বিভিন্ন বিভাগেও সেবা প্রদানের সৌভাগ্য হয়েছে। বারাহীনে আহমদীয়া এবং মাহমুদ কি আমীন পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ তিনি করেছেন, যা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ইদানিং সুরমা চশমায়ে আরিয়া, ইযালায়ে আওহাম ও দুররে সামীনের ইংরেজী অনুবাদের রিভিশন বা সংশোধনের কাজ করছিলেন। যখন আমাদের স্কুলগুলোর জাতীয়করণ করা হয় এরপর জামা'ত নিজস্ব স্কুল খুলে, যা নাসের ফাউন্ডেশনের অধীনে আরম্ভ করা হয়- এরও তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। মজলিসে ইফ্‌তার সদস্য ছিলেন। নূর ফাউন্ডেশন বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। নূর ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয় হাদীসের অনুবাদ প্রকাশার্থে, জামা'তের পক্ষ থেকে হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের উর্দূ অনুবাদ করছিলেন।

দেশবিভাগের সময় যখন কাদিয়ান থেকে হিজরত হয়, তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করেন। এটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর ব্যক্তিগত কুরবানী সংক্রান্ত ঘটনা, কিন্তু যেহেতু এতে তার (অর্থাৎ মির্যা আনাস আহমদ সাহেবের) উল্লেখ আসে তাই আমি তা শুনিয়ে দিচ্ছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যখন আমরা কাদিয়ান থেকে আসি তখন আমি পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তোমরা লঙ্গর থেকে সে পরিমাণ খাবারই পাবে যতটা অন্যরা পায়। (অবস্থা প্রতিকূল হওয়ায় রেশন নির্ধারিত ছিল)। আর্থিক অনটনের কারণে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, মাথাপিছু একটি করে রুটিই দেওয়া হবে আর আমার পরিবারের সদস্যদেরকেও একথা বলে রেখেছিলাম যে, মাথাপিছু একটি করে রুটিই তারা পাবে। তিনি লিখেন যে, একদিন আমার পৌত্র আনাস আহমদ কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে আসে আর আমাকে জানানো হয় যে, এর অভিযোগ হলো একটি রুটিতে তার পেট ভরে না। আমি বললাম যে, আমি তো একটি রুটিই দিব। যদি একটি রুটিতে তার পেট না ভরে তাহলে আমাকে তোমরা অর্ধেক রুটি দিও আর আমার অর্ধেক রুটি তাকে দিয়ে দিও। এভাবে আমি অর্ধেক রুটি খেয়ে দিন অতিবাহিত করব, আর সে দেড়টি রুটি খেতে পারবে। যখন মেহমানদের জন্য একটি করে রুটির শর্ত উঠিয়ে নেওয়া হবে তখন আমি ঘরের লোকদের জন্যও

মাথাপিছু রুটির সংখ্যা বাড়িয়ে দিব। কিন্তু যতদিন মেহমানদের জন্য এক রুটির শর্ত প্রত্যাহার করা না হবে ততদিন তাকে আমার রুটির অর্ধেক দিয়ে দিও। তিনি বলেন, পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লার ফযল হয়েছে আর কেবল এটিই নয় যে, সিন্ধুর জমির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বরং খোদা তা'লা আয় উপার্জনের আরো রাস্তা খুলে দিয়েছেন এবং এই সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে যায়।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩৭, পৃ: ৫৩, প্রদত্ত ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬)

তার জামাতা মির্যা ওহীদ আহমদ সাহেব বলেন, একবার আমি বুখারা এবং সমরকন্দ সফরে যাচ্ছিলাম, মির্যা আনাস আহমদ সাহেব আমাকে বলেন, তুমি যেহেতু সেখানে যাচ্ছ, ইমাম বুখারীর কবর যিয়ারতের জন্য যেও,আর আমার পক্ষ থেকেও দোয়া করো এবং সালাম বলো। এটি মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার ভালোবাসার কারণে ছিল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শত শত বছর পূর্বে মহানবী (সা.) এর উক্তি এবং ঘটনাবলীর ভাণ্ডার সংকলিত করে আমাদের কাছে পৌছিয়েছেন, আমাদের তার জন্য দোয়া করা এবং তাকে সালাম পৌছানো কর্তব্য। এটি তার প্রাপ্য।

ডাক্তার নূরী সাহেব লিখেন, তার সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হলো, দীর্ঘকাল তাকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে, যে কাজই তার ওপর ন্যস্ত করা হতো তিনি এক আন্তরিক উচ্ছ্বাস নিয়ে সেই কাজ সমাধা করতেন। কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতার সাথে নিজের কাজ সম্পন্ন করতেন। দুর্বলতা এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি তাকে ল্যাপটপে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বই অনুবাদ করতে দেখেছি। ঘন্টার পর ঘন্টা কম্পিউটারে টাইপ করতেন আর তার সাথি কুরআন শরীফ এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পুস্তকের উদ্বৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি প্রায় সময় বলতেন যে, আমার একমাত্র বাসনা হলো, খলীফায়ে ওয়াক্ত আমার ওপর যে কাজ ন্যস্ত করেছেন আল্লাহ্র অনুগ্রহে আমি যেন তা শেষ করতে পারি। নূরী সাহেব লিখেন, তার স্মরণশক্তিও খুবই প্রশংসনীয় ছিল। হাদীস এবং মহানবী (সা.) এর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা রাখতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ(আ.) এবং খলীফাদের ঘটনাবলী তিনি এমন আন্তরিক আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সাথে এবং আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করতেন যে, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনতো। ঘটনাবলী শুনানোর সময় তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত, আর কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে যেত।

তিনি অনেক ধৈর্যশীল ছিলেন। নূরী সাহেব লিখেন, সকল কঠিন পরিস্থিতিতে সবসময় ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্ততার স্বাক্ষর রেখেছেন। সাহসিকতার সাথে সকল প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতেন। অসুস্থতার কারণে চায়ের একটি পেয়ালাও উঠাতে পারতেন না এবং বিছানায় পাশ ফিরতে পারতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের কাজ অব্যাহত রেখেছেন আর কঠোর পরিশ্রম করে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। কখনো কোন অভিযোগ করার সুযোগ দেন নি, বরং খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। নূরী সাহেব বলেন, প্রত্যেক সাক্ষাতপ্রার্থীর সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। এটি তার অনেক বড় একটি নৈতিক গুণ ছিল। তাহের হার্ট ইন্সটিটিউটে ভর্তি হওয়ার একদিন পূর্বে তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। অসুস্থতার কারণে তার চেহারায় চরম ব্যথার ছাপ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃদু হেসে বলেন, আমার মনে হয় আমার মৃত্যু সন্নিকটে, আর আমি আমার প্রভুর সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি। এ কথা তিনি খুবই হাসিমুখে বলেন।

তার কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পর্কে নূরী সাহেব আরো লিখেন যে, তার ভিতর কৃতজ্ঞতাবোধের বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ। দুবার তিনি যারপরনাই অনুগ্রহের সাথে আমাকে বলেন, আপনি যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমার সেবা শুশ্রূষা করেছেন, আমি কখনো এর মূল্য পরিশোধ করতে পারবো না। আর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি আমাকে খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সেই ডায়রি প্রদান করেন যাতে তিনি তার স্বপ্ন ইত্যাদি নোট করে রেখেছিলেন। একইভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের একটি কোটও তিনি আমাকে দিয়েছেন। একইভাবে মেডিকেল টিমের সাথেও পরম স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। তার ঘরের লাইব্রেরী আমিও দেখেছি আর নূরী সাহেবও লিখেছেন যে, চার পাশের দেওয়ালে ছাদ পর্যন্ত উঁচু সেলফ বইপুস্তকে পূর্ণ ছিল। তাতে বিভিন্ন ধরনের বই ছিল, যেমন- বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত বইপুস্তক ছিল যা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এগুলো আমি নিজেও পড়েছি।

মীর দাউদ আহমদ মরহুমের কন্যা নুদরত বলেন, তার মৃত্যুর কথা শুনে অনেক পুরোনো স্মৃতিকথা মনে পড়ছে, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)এর কথা স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে। তিনি বলেন, আমার মেয়ের বিয়ে ছিল, আমি প্রস্তুতি যাচাই করার জন্য অনুষ্ঠানের পূর্বে মার্কিতে গিয়ে দেখি ভাই আনাস সাহেব পূর্ব থেকেই সেখানে বসে আছেন এবং কাঁদছেন। আমি আশ্চর্য ছিলাম যে, তিনি এত তাড়াতাড়ি কেন এসেছেন। আমাকে দেখে বলেন যে, আজকে তোমার পিতা মীর দাউদ আহমদ সাহেব মরহুমের কথা অনেক মনে পড়ছে। তাই আমি এখানে এসে তোমার জন্য দোয়া করছিলাম।

তার ভাগ্নে আমের আহমদ সাহেব লিখেন, সুখ-দুঃখে এক স্নেহশীল পিতার মতো পাশে থেকেছেন তিনি। সব পরিবারেই ছোটখাটো কথা কাটাকাটি হয়েই থাকে, কিন্তু তিনি এমনভাবে ক্ষমা করে দিতেন যেন কিছুই হয় নি। বরং যদি কোন সময় তার মনে হতো যে, আমার নসীহত অপরের মনঃকষ্টের কারণ হয়েছে তাহলে নেক নসীহত করা সত্ত্বেও স্বয়ং গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতেন। অর্থাৎ পরের দিন ক্ষমা চাইতেন।

এডিশনাল ওকীলুত তসনীফ মুনীরুদ্দিন শামস সাহেব বলেন, তার সাথে আমার বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছে। তাকে সবসময় সহানুভূতিশীল ও স্নেহশীল পেয়েছি। যদিও বয়সে তিনি আমার চেয়ে বড় ছিলেন কিন্তু কখনো নিজের বয়স বা জ্ঞানের গরিমা দেখাননি। মুনীরুদ্দিন সাহেব বলেন, যখন থেকে তসনীফের কাজের বিষয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে, তাকে সবসময় সাহায্যকারী, সঠিক পথপ্রদর্শক এবং সহযোগী হিসেবে পেয়েছি। যখনই তাকে কোন কাজ দেওয়া হয়েছে কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতার সাথে তিনি সেই কাজ সমাধা করেছেন। সবসময় বলতেন আরো কাজ দিন কেননা অসুস্থ অবস্থায় যত বেশি কাজ করতে পারি ততই ভালো। খিলাফতের সাথে সুগভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। কাজ করতে গিয়ে যখনই তার সাথে কথা হতো প্রায় সময় বলতেন যে, (খলীফাতুল মসীহ্কে) আমার সালাম বলো। আমাকে সালাম পৌছাতেন আর জিজ্ঞেস করতেন যে, আমার কাজে অসন্তুষ্ট নন তো। সবসময় চিন্তায় থাকতেন কোথাও খলীফাতুল মসীহ্ অসন্তুষ্ট না হয়ে যান। অসুস্থতা সত্ত্বেও আমার (অর্থাৎ হুযূরের) পক্ষ থেকে যখনই কোন কাজ দেওয়া হতো, তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করতেন। সানন্দে যত দ্রুত সম্ভব কাজ সমাপ্ত করার চেষ্টা করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কিছু বইয়ের ইংরেজী অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সেবা প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন। বারাহীনে আহমদীয়ার কোন কোন অংশের খুবই উন্নত অনুবাদের সৌভাগ্য পেয়েছেন। আমাদের টিমও তার মতামতকে গুরুত্ব দিত। যখনই কোন নির্দেশনা দেওয়া হতো, অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে ওকালতে তসনীফ যে নির্দেশ পাঠাতো যে, খলীফায়ে ওয়াক্ত এ কথা বলেছেন, এ সম্পর্কে নিজের মতামত দিন, তখন খুবই যুক্তি-প্রমাণসমৃদ্ধ মতামত পাঠাতেন। মোটকথা একজন আলেম ছিলেন, তার জ্ঞানের ব্যপ্তি ও গভীরতা বিশাল ছিল। জামাত এখন তা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'লা তার মতো আরো আলেম সৃষ্টি করুন।

তার একটি গুণ, যা সবাই লিখেছে, অনেক মুবাল্লেগরা লিখেছে, শামস সাহেবও লিখেন যে, তার একটি গুণ ছিল তিনি মুবাল্লেগদের অনেক সম্মান করতেন, আর জ্ঞানগত দিক থেকে তাদের দিক-নির্দেশনাও দিতেন।

এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ইরশাদ মাকামী হাফেয মুযাফফর আহমদ সাহেব বলেন, মিয়া সাহেব বহু গুণাবলীর আধার ছিলেন। খোদাভীতি, খোদাপ্রেম, কুরআন ও রসূলপ্রেম, সরলতা, বিনয়, করুণা ও স্নেহ তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। আল্লাহ্র অধিকারের পাশাপাশি বান্দাদের প্রাপ্য প্রদানেও যত্নবান ছিলেন। গরীব ও মিসকিনদের বিষয়ে খুবই সংবেদনশীল ছিলেন। কোন অভাবীকে খালি হাতে ফেরত পাঠাতেন না, ঋণ করে হলেও তাকে সাহায্য করতেন। একজন জ্ঞানপিপাসু মানুষ ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের বিশেষ আগ্রহ ছিল। এর জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম এবং সাধনা করেছেন। হাফেয সাহেব বলেন, তিনি নিজে আমাকে বলেছেন যে, দশম শ্রেণির পরীক্ষার পর যে ছুটি হয় সেই ছুটিতে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পুস্তকাবলী প্রথমবার পড়া শেষ করেছেন। এই কথা তিনি আমাকেও বলেছিলেন। বরং লিখে দিয়েছিলেন যে, আমি পনেরো ষোলো বছর বয়সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বই পড়া শেষ করেছি। হাফেয সাহেব বলেন, মহানবী (সা.) এর সত্যিকার প্রেমিক ছিলেন। এই কারণেই

ইমামের বাণী

"যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায়, তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়।"

(ফতেহ ইসলাম, পৃ: ৩২)

দোয়াপ্রার্থী: আযকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া
আমাইপুর, বীরভূম

হাদীস শাস্ত্রের প্রতি গভীর আগ্রহ, একাগ্রতা এবং ভালোবাসা ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্যক্তিগত ভালোবাসা এবং অধ্যয়নের কল্যাণে আরবী ভাষায় এতটা পারদর্শিতা এবং দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, হাদীসের পাশাপাশি এর আরবী ব্যাখ্যা ইত্যাদিও নিজের অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত রাখতেন। মেট্রিক করার পর হাকীম খুরশীদ সাহেবের কাছে তিনি বুখারী শরীফ পড়েছেন। এরপরও আমি দেখেছি যখন লেকচারার ছিলেন, সকালে কলেজে যাওয়ার পূর্বে হাকীম সাহেবের ঘরের সামনে তার গাড়ি দাঁড় করানো থাকতো, হাকীম সাহেবের কাছে সেখানে হাদীস পড়ার পর কাজে যেতেন। তিনি আরো বলেন, সিহাহ্ সিত্তাহ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ ব্যক্তিগত আগ্রহ নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত একজন জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তি ছিলেন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হাদীস-গ্রন্থের একটি অতি উন্নত মানের ও মূল্যবান ভাণ্ডার নিজের পাঠাগারের জন্য সংগ্রহ করেছেন। যাতে অনেক উপকারী ও দুষ্প্রাপ্য বইপুস্তক রয়েছে। এদিকে থেকে তার ব্যক্তিগত পাঠাগার অতুলনীয় আর এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। হাদীস শাস্ত্রের প্রতি এত গভীর আকর্ষণ ছিল যে, হাদীসের আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি যেমন- আসমাওর রিজাল এবং উসূলে হাদীস সংক্রান্ত বইপুস্তকও তার কাছে সংরক্ষিত ছিল, যা তিনি যোগাড় করে রেখেছিলেন। তিনি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করতেন আর আলোচনার সময় তা আলোচনাধীন আনতেন।

সিহাহ্ সিত্তাহ এর অনুবাদের বিষয়ে আমি যখন এখান থেকে নতুন একটি বোর্ড অর্থাৎ নূর ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করি, এর কাজ ছিল, যেভাবে আমি বলেছি, হাদীসের উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করা এবং ব্যাখ্যা লেখা। হাফেয সাহেব লিখেন যে, মিয়া সাহেবকেও তার সদস্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। মিয়া সাহেব দপ্তরের ব্যস্ততা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত আগ্রহে মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের সবচেয়ে কঠিন ও সুদীর্ঘ কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেন আর অন্যান্য ব্যস্ততা এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য হওয়া সত্ত্বেও এই কাজ অব্যাহত রাখেন। আর এর এক অংশের অনুবাদের কাজ তিনি শেষও করেছেন যার হাদীস সংখ্যা ছিল শত শত। তার এই কর্ম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হাফেয সাহেব আরো লিখেন, হাদীসের প্রতি তার ভালোবাসার একটি অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য রমজান মাসের দরসে প্রতিভাত হতো। পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করে তিনি দরস দিতেন, যা সচরাচর রসূলে করীম (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে হতো। আর এতে দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান তথ্যাবলী একত্রিত করে তিনি উপস্থাপন করতেন। তার কণ্ঠেও বিশেষ বেদনা ও বিগলন ছিল। রমজানে আমরা বিশেষভাবে তার দরস শুনতাম। খুবই চিত্তাকর্ষকভাবে দরস দিতেন। এক অনন্য ভালোবাসার আবেগ নিয়ে এমন চিত্তকার্ষক ভঙ্গিতে হাদীসের দরস দিতেন যে, শ্রোতারা কয়েক মুহূর্তের জন্য এমন অনুভব করত যেন তারা ইসলামের প্রথম যুগে ফিরে গেছে।

রাবওয়ার সালানা জলসায়ও বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত বক্তৃতা করার তার সৌভাগ্য হয়েছে। নায়েব ওকীল ওয়াকফে নও শামীম পারভেয সাহেব লিখেন, খিলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা সংক্রান্ত একটি ঘটনা আমার হৃদয়ে খোদিত আছে। তিনি বলেন, যখন চতুর্থ খিলাফতের নির্বাচন হয় তখন এই অধম ঝঙ্গ জেলার কায়েদ ছিল। আর ডিউটি ছিল মসজিদ মুবারকের মেহরাবের বাইরে। শামীম সাহেব বলেন, ভিতর থেকে হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের খলীফাতুল মসীহ্ রাবে নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ আসতেই আমি মির্যা আনাস আহমদ সাহেবকে জুনের ভয়াবহ দাবদাহ সত্ত্বেও ইটের উত্তপ্ত মেঝেতে কৃতজ্ঞতার সেজদায় লুটিয়ে পড়তে দেখেছি।

লন্ডনের ডক্টর ইফতেখার সাহেব বলেন, সত্যিকার অর্থেই তার জীবন ছিল উৎসর্গীত। অফিসে আসা বন্ধ করেন নি। প্রকাশনা এবং অনুবাদের কাজে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আরো বলেন, গভীর নিমগ্নতার সাথে অনুবাদ করতেন। আর একটি মাত্র যথোপযুক্ত বাগধারার সন্ধানে অনেক সময় বেশ কয়েক দিন লাগিয়ে দিতেন। তার আনুগত্যের মানও অত্যন্ত উন্নত ছিল।

লন্ডনের রাশিয়ান ডেস্কের খালেদ সাহেব লিখেন, মিয়া সাহেবের ব্যক্তিত্বের চিত্র যখনই এই অধমের মাথায় আসে তখন এমন মনে হয় যেন তার সত্তা মহানবী (সা.) এর হাদীস "উতলুবুল ইলমা মিনাল মাহদে ইলাল লাহাদ"-এর সত্যিকার এবং ব্যবহারিক চিত্র ছিল। মিয়া সাহেবের বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান অর্জনের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। কোন নতুন জিনিস উদঘাটন আর নতুন কিছু জানার সুযোগ তিনি আদৌ নষ্ট করতেন না। মহানবী (সা.), হাদীস এবং হাদীস শাস্ত্র তার বিশেষ এবং পছন্দনীয় বিষয় ছিল। ইলমুল লিসান অর্থাৎ ভাষাজ্ঞানের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন ভাষা শেখা পছন্দ করতেন। আতিথ্য তার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। ২০০৫ সনের কথা, যখন রাশিয়ান জামা'তের প্রেসিডেন্ট রুস্তম হাম্মাদ ওয়ালী সাহেব, যিনি মস্কোর একজন মুয়াল্লেম, তিনি কুরআন শরীফের রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদের কাজে রাবওয়া আসেন, খালেদ সাহেব বলেন, সেই সময় তার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। সেই সময় রুস্তম সাহেব তাহরীকে জাদীদের গেস্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন। একদিন খাবারের সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিল না কিম্বা রুস্তম সাহেবের পছন্দসই যে জিনিস ছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ কথা মিয়া আনাস সাহেবের কর্নগোচর হয়। তিনি আমাকে তাৎক্ষনিকভাবে তলব করেন এবং বলেন যে, রুস্তম সাহেব আমাদের সম্মানিত অতিথি। তার সব চাহিদার প্রতি যত্নবান হওয়া আমাদের সর্বোপরি কর্তব্য। এরপর নিজের পকেট থেকে টাকা দেন এবং বলেন যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দিন, আগামীতে যে জিনিসেরই প্রয়োজন হয় আমাকে বলবেন। খালেদ সাহেব বলেন যে, আমি তাকে বললাম, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সবকিছু এনে দেওয়া হয়েছে। তিনি পরেও রীতিমত এ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে থাকতেন।

বার্মার মুবাল্লেগ মোহাম্মদ সালেক সাহেব বলেন, শ্রিলঙ্কা থেকে মুনীর আহমদ নামের এক ছাত্র জামেয়াতে এসেছিলেন, তিনি এখন শ্রীলঙ্কায় মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করছেন। জামেয়ায় অধ্যয়নকালে তিনি রোগাক্রান্ত হলে মিয়া সাহেব উৎকণ্ঠার সাথে দিনরাত হোস্টেলে এসে তার এমনভাবে খোজখবর নিতেন যেন তার কোন আত্মীয় অসুস্থ। মির্যা আনাস আহমদ সাহেব তখন জামেয়ার এডমিনিস্ট্রেটর বা প্রশাসক ছিলেন।

আমেরিকার মুবাল্লেগ শমশাদ সাহেব লিখেন, মুরব্বীদের সাথে মিটিং করার সময় তাদের মাঝে তবলীগের প্রেরণা সঞ্চারের সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। অধ্যয়নেরও অনেক শখ ছিল। মুরব্বীদেরও অধ্যয়নের প্রতি বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। নিজেও সবসময় অফিসে বইপুস্তক স্তুপীকৃত করে রাখতেন। বুখারী শরীফ অনেক বেশি পড়তেন। যেসব মুরব্বীরা আসা যাওয়া করতো তাদের সাথেও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন।

ঘানার মুবাল্লেগ শাহেদ মাহমুদ সাহেব বলেন, এই অধমের মিয়া সাহেবের সাথে বারো বছরের অধিক কাল ওকালাতে ইশায়াত বিভাগে মাসিক খালেদের ইংরেজী অংশের এডিটর হিসেবে কাজ করার সৌভগ্য হয়েছে। মিয়া সাহেবের কাছে অগণিত বিষয়াদি শেখার সৌভাগ্য হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতি ভালোবাসা এবং খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা আর আনুগত্যের প্রেরণায় তিনি সমৃদ্ধ ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর নাম উচ্চারিত হতেই প্রায়শ তার চোখে অশ্রু নেমে আসতো। বইপুস্তকের অনুবাদ, বিশেষ করে বারাহীনে আহমদীয়া, সুরমায়ে চশমায়ে আরিয়া এবং মাহমুদ কী আমিন-এর অনুবাদের সময় আমাকে নিজের সাথে অফিসে বসাতেন। আর অনেকবার অনুবাদের কাজের জন্য আমাকে তার বাসায়ও ডাকতেন। এই চিন্তা করতেন না যে, এটি ছুটির দিন বা অফিস বন্ধের দিন। প্রায় সময় গভীর রাত পর্যন্ত কাজ অব্যাহত রাখতেন। একই সাথে আমার প্রতি আতিথ্য ও স্নেহের ধারাও অব্যাহত থাকতো। আমার ওপর যোহরের নামায পড়ানোর দায়িত্ব ন্যস্ত করে রেখেছিলেন, যেখানে সব কর্মচারীরা যোহরের নামায পড়তো। তিনি যখন সুন্নত ইত্যাদি পড়তেন তখন তার নামায পড়া দেখার মতো হতো। খুব সুন্দরভাবে নামায পড়তেন। অফিসের কর্মচারীদের সাথে খুব স্নেহপূর্ণ আচরণ ছিল তার। একদিন অসুস্থতা সত্ত্বেও এই অধম অফিসে চলে আসে। তিনি আমাকে ছয় দিনের ছুটি নিতে বাধ্য করে বিশ্রামের জন্য ঘরে পাঠিয়ে দেন। অথচ তিনি স্বয়ং অসুস্থতা সত্ত্বেও অফিসে এসে যেতেন আর ঘরেও কাজ অব্যাহত রাখতেন।

ওকালতের তসনীফ, যুক্তরাজ্যের মুরব্বী আইয়ায মাহমুদ খান বলেন, কাজ সম্পর্কে আমি তার কাছে অনেক কিছু শিখেছি। তিনি যেহেতু গভীর আগ্রহের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বইয়ের অনুবাদ করতেন তাই অনুবাদের সময় কঠিন স্থানগুলো এবং এর সমাধান সম্পর্কে অবহিত করতেন। আর তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও বলতেন। একটি কথা, যা বিশেষভাবে তিনি বলতেন তাহলো- অনুবাদের সময় অভিধান দেখে শুধু আভিধানিক অর্থ বসিয়ে দেওয়া যথেষ্ট নয়। এটিও দেখা উচিত যে, সেই শব্দ যেন কোনভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পদমর্যাদা খাটো না করে। কোন শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ যদি (সেই দৃষ্টিকোণ থেকে) যথাযথ না হয় তাহলে প্রকৃত বিষয়বস্তু প্রকাশ করে এমন কোন শব্দ নির্বাচন করা উচিত। অনুবাদের কাজের প্রতি তার এমন একাগ্রতা ছিল যে, অসুস্থতার দিনগুলোতে তিনি আমাকে বেশ কয়েকবার বলেছেন যে, স্বাস্থের কারণে আমার কাজ করার গতি কমে গেছে। একবার বসলে যতটা করার ইচ্ছা রাখি ততটা হয়ে উঠে না, ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছয় সাত ঘন্টা আমি বসেই থাকি আর অবিরাম কাজ করতে থাকি। এমনিতে আমার অভিজ্ঞতা হলো, আমি তাকে বারো, তেরো বরং পনেরো ঘন্টাও কাজ করতে দেখেছি।

আইয়ায সাহেব বলেন, যখন আমরা রাবওয়া যাই তখন মিয়া সাহেবও আমাদের কয়েকটি ক্লাস নিয়েছেন। তখনও বলতেন আর পরেও যখনই আমি তার সাথে

কথা বলতাম তিনি বলতেন, তোমরা সাহিত্যও পড়। সকল প্রকার বইপুস্তক পড়ার অভ্যাস গড়। শুধু ধর্মীয় বইপুস্তক পড়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। দর্শনও পড়, সাহিত্যও পড়, উপন্যাসও পড়, এতে ভাষাও উন্নত হয় আর জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়। আর আমাকে বলতেন যে, তোমার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা তুমি অনুবাদের কাজ কর। তিনি বলেন, একবার আমি একটি কঠিন শব্দের ইংরেজী অনুবাদ তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনার মতে এই শব্দের অনুবাদ কী হওয়া উচিত। মিয়া সাহেব কিছুটা চিন্তায় পড়ে যান, এরপর কেবল দু তিনটি শব্দও তিনি উল্লেখ করেন। আমি মিয়া সাহেবকে বললাম যে, চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব এক জায়গায় এই শব্দের ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ এভাবে করেছেন। এতে তিনি খুবই আনন্দিত হন আর বলেন যে, এটিই এই শব্দের সঠিক অনুবাদ। আর চৌধুরী সাহেবের জন্য পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে বলেন যে, তার ভাষা খুবই উন্নত ছিল, তুমি এই শব্দই ব্যবহার কর। আইয়ায সাহেব আরো বলেন, আমি দেখতাম যে, মিয়া সাহেব খলীফায়ে ওয়াক্তের সামনে নিজের কোন জ্ঞান-বুদ্ধি নেই বলে মনে করতেন। পূর্বে কোন মত পোষণ করলেও আমি যখন বলতাম যে, খলীফায়ে ওয়াক্ত এমনটি বলেছেন তখন তাৎক্ষনিকভাবে উত্তর দিতেন যে, ঠিক আছে, আমার কথা ভুল ছিল, হুযূর যা বলেছেন তা-ই সঠিক। এভাবে বারবার আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের সামনে বাকি সব কথা বৃথা। খলীফায়ে ওয়াক্ত যা বলেন সেই মতামতই সঠিক, আর আমাদের জন্য তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

রাশিয়ান ডেস্কের কর্মী শেখ নাসির সাহেব বলেন, ওকালতে ইশায়াতে মিয়া সাহেবের সাথে ১৬ বছর অতিবাহিত করেছি। তার কাছে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁকে সবসময় এক স্নেহশীল বন্ধুর মতো পেয়েছি। কখনো এই অধমকে তিনি এটি বুঝতে দেননি যে, আমি তার অধীনস্ত। যদি কখনো আমার মনে পড়তো যে, আমার পিতামাতা নেই, তিনি সবসময় আমাকে বলতেন যে, আমাকে তোমার পিতার মতো মনে করো। তিনি আরো লিখেন, সব কর্মীর সাথে তার স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমার ভুলের কারণে কোন সময় অজান্তেও যদি সামান্য ভর্ৎসনা করতেন তাহলে তা স্মরণ রাখতেন আর পরের দিন বলতেন যে, আমাকে ক্ষমা করেছ কি? আমি বলতাম যে, মিয়া সাহেব আমি তো চিন্তাও করি নি যে, আপনি বকেছেন। কোন সময় মনোক্ষুণ্ন হলে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যেতেন আর আমরা বুঝতে পারতাম যে, মিয়া সাহেব অসন্তুষ্ট। কিন্তু স্বল্পক্ষণ যেতেই অন্য কোন কাজের জন্য ফোন এসে যেত আর কোন কথা তিনি মনে রাখতেন না। খলীফাতুল মসীহ্র পক্ষ থেকে যখনই কোন কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হতো সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সাথে মিটিং করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতেন। সবচেয়ে কঠিন কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতেন। ঘরে থাকা অবস্থায় আর অসুস্থতা সত্ত্বেও সেই কাজ শেষ করার চেষ্টায় লেগে থাকতেন। অফিসে আসা কঠিন মনে হলে কর্মচারীদের ঘরে ডেকে পাঠাতেন আর সেখানেই অফিস বসাতেন। বিশ্রাম এবং ছুটির কোন ধারণাই ছিল না। বিছানায় শায়িত অবস্থায়ও অনুবাদ করতেন। অনেকবার আমার সাথে সাইকেলে বসে অফিসে আসতেন।

ইশায়াতের কর্মচারী যাহেদ মাহমুদ মজীদ সাহেব বলেন, মোহতরম মিয়া সাহেবের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি খিলাফতের জন্য নিবেদিত ছিলেন। যখনই আপনাকে (অর্থাৎ হুযূরকে) ফ্যাক্স লিখতে হতো বিশেষ আবেগঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। আমার পক্ষ থেকে যখন কোন কাজ সোপর্দ হতো তা শেষ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেতেন। স্বাস্থ্য বাধ সাধলে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। মাহমুদ মজিদ সাহেবই বলেন, আমার কিডনিতে পাথর হয়, যা ফযলে ওমর হাসপাতালে অপারেশন হয়েছে। আমার পিতা বলেন, যতক্ষণ অপারেশন শেষ হয়নি মোহতরম মিয়া সাহেব অপারেশন থিয়েটারের বাইরে পায়চারিরত অবস্থায় দোয়া করতে থাকেন।

ইশায়াতের কর্মী মুহাম্মদ দীন ভাট্টি সাহেব বলেন, তাঁর সাথে আমি ১৯৯৫ সন থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছি। মিয়া সাহেব কর্মচারীদের সাথে সবসময় সশ্রদ্ধ ব্যবহার করতেন। যখনই কোন কাজের জন্য নিজের কাছে ডাকতেন সবসময় বলতেন যে, চেয়ারে বস। এরপর কথা আরম্ভ করতেন। কোন কর্মীর প্রতি যখনই তার পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ হতো এরপর অনতিবিলম্বেই স্নেহপূর্ণ রীতি অবলম্বন করতেন। এমনকি অনেক সময় ক্ষমা চাওয়া পর্যন্ত বিষয় গড়াতো। একবার মিয়া সাহেব এই অধমকে কোন কাজ করতে বলেন, আমি অসম্মতি জানাই। অথচ এটি আমার পক্ষ থেকে অশিষ্টতা ছিল। কিন্তু তিনি এই ভুল মার্জনা করেছেন, শুধু এতটুকু বলেছেন যে, এমন উত্তর দেওয়া আপনার উচিত ছিল না। তিনি বলেন, আমি হাঁটুর কষ্টের কারণে কিছুদিন সময়মতো অফিসে যেতে পারতাম না। দেরিতে পৌঁছার কারণে রেজিস্টারের উপস্থিতির ঘরে আমার নামের পাশে দেরিতে আসার চিহ্ন লেগে যেত। এইভাবে কয়েকটি ক্রস লাগলে সেটি একদিনের ছুটি বিবেচিত হতো। মিয়া সাহেব স্বয়ং ওকীলে আলার কাছে সুপারিশ করেন যে, সে যেহেতু অসুস্থ তাই তার নামের পাশে যেন ক্রস না লাগানো হয়। মিয়া সাহেব দরিদ্র ছাত্র, আয় কর্মহীন মানুষ এবং বিধবাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। ছাত্রদেরকে বইপুস্তক এবং স্কুলের ইউনিফর্ম কিনে দিতেন। কর্মহীন লোকদের চাকরির জন্য সুপারিশ করে পত্র লিখতেন।

ঘানার মুরব্বী সিলসিলাহ্ এহসানুল্লাহ্ সাহেব লিখেন, তার তত্ত্বাবধানে নয় বছর কাজ করার সুযোগ হয়েছে। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অতি সুন্দরভাবে সহকর্মীদের হৃদয়ে এই ভালোবাসা গ্রথিত করতেন। একদিন এই অধমকে ডেকে পাশে বসান এবং বলেন যে, হুযূরকে ফ্যাক্স লিখছি, এটি এখনই পাঠাতে হবে। ফ্যাক্স লেখা আরম্ভ করার পর খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) শব্দ লিখে বিভোর হয়ে এই শব্দগুলোর প্রতি দৃষ্টি স্থির করে রাখেন। এরপর খুবই আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে খিলাফত সম্পর্কে অন্যান্য কথাও বলতে থাকেন।

তিনি বলেন, অধীনস্তদের প্রতি স্নেহের এক বিস্ময়কর ধারা ছিল। কাউকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দিতেন না। কঠিন রোগ এবং দুর্বলতার সময়ও হাসিখুশি থাকতেন। কাউকে একদিন বকাঝকা করলে দুদিন তার মনজয়ে লেগে থাকতেন। আর এতটা করতেন যে, অনেক সময় আমাদের লজ্জা হতো। অথচ তার বকাঝকা উচু আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কোন মর্মপীড়াদায়ক শব্দও হতো না। অফিসে কাউকে কঠোর হতে দেখলে এই আচরণের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

জামেয়াতে সাম্মানিক কোর্স বিভাগে হাদীসের শিক্ষক মুহাম্মদ তালহা সাহেব বলেন, হাদীসে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালে প্রায় এক বছর মির্যা আনাস আহমদ সাহেবের কাছে এই অধমের এবং মুরব্বী সিলসিলাহ্ সৈয়দ ফাহাদ সাহেবের হাদীস পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি অন্যান্য দায়িত্ব এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন যেন হাদীসের ক্লাস ছাড়া কোন দিন অতিবাহিত না হয়। একবার স্বাস্থ্য বেশি খারাপ হওয়ার কারণে তিনি দপ্তরে আসতে পারেন নি, কিন্তু পড়ানোর জন্য আমাদেরকে তার ঘরে ডেকে পাঠান।

ওকালতে ইশায়াতের মুরব্বী সিলসিলাহ্ আসেফ ওয়েস সাহেব লিখেন যে, কয়েক মাস পূর্বে এই অধমের ওকালতে ইশায়াতে পদায়ন হয়। এই কয়েকটি মাস আমার জীবনের স্মরণীয় সময় ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে মিয়া সাহেব খুবই স্নেহের সাথে খেয়াল রেখেছেন। তার এবং আমার মাঝে বয়সের পার্থক্য ছিল অন্ততপক্ষে ৫৫ বছর। কিন্তু তার সাথে এমন মনে হতো যেন এই পার্থক্য নামে মাত্র। চমৎকার আলোচনা হতো। বৈঠককে আনন্দঘন রাখার জন্য প্রায় সময় রসিকতাও করতেন। তার অনুদিত মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের কাজের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত রয়েছে। এই বয়সে এবং একান্ত ভগ্ন স্বাস্থ্যে কাজ অব্যাহত রাখার আশ্চর্যজনক মনোবল তার মাঝে ছিল। নৈরাশ্য বা কাজ শেষ করতে না পারার ধারণা তার ধারেপাশেও ঘেষতো না।

জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার ছাত্র কাশেফ সাহেব বলেন, খুলাফায়ে আহমদীয়াতের প্রাইভেট সেক্রেটারী বা ব্যক্তিগত সচিবদের সম্পর্কে থিসিস-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এই অধম গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার তার কাছে উপস্থিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্ তিনি এই অধমকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে খুবই মূল্যবান সময় দিয়েছেন। অসুস্থতার মাঝেও দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। একবার খুবই বিগলিত কণ্ঠে বলেন, মানুষের চেষ্টা এবং পরিশ্রম কিছুই নয়- এটিই হলো আমার জীবনের সার। খোদাতা'লার কৃপা-ই সবকিছু, আর তা-ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত।

রাবওয়ার আসেফ আহমদ যাফর সাহেব বলেন, ইন্তেকালের কিছুকাল পূর্বে তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এ ভর্তি ছিলেন। আমি তাকে দেখতে যাই। ভয়াবহ কষ্ট সত্ত্বেও এবং তার মুখে মাস্ক লেগে থাকা সত্ত্বেও আমি নিজের পরিচয় দিলে তিনি স্বয়ং মাস্ক সরিয়ে কথা বলা আরম্ভ করেন। অক্সিজেনের মাস্ক হবে হয়ত। তখন আমি স্বাস্থ্য সম্পর্কে বললাম মিয়া সাহেব! আল্লাহ্ তা'লা ইনশাআল্লাহ্ ফযল করবেন। তিনি বলেন, খোদা তা'লার ডেকে নেয়াও তো একটি কৃপা। তিনি বলেন, তার এই কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, এই অবস্থায়ও খোদার ওপর ভরসা করছেন আর মৃত্যুর বিষয়ে সংক্রান্ত কোন উৎকণ্ঠা নেই।

খিলাফতের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়ে বিভিন্ন মানুষ যা লিখেছে তাতে আদৌ কোন অতিরঞ্জন নেই, বরং তার সম্পর্ক এর চেয়েও গভীর ছিল। তার নিজের প্রতিটি কর্ম এবং প্রতিটি ব্যবহারের মাধ্যমে এই সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন আমাকে আমীরে মাকামী এবং নাযেরে আলা নিযুক্ত করেন তখনও খিলাফতের প্রতি

দুইয়ের পাতার পর .....

ঘটেছে। এরপর সিরিয়ায় আলিপন্থী ও সুন্নীপন্থীদের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছে। এরফলে মুসলমান দেশগুলির অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। সিরিয়ায় সুন্নীরা সংখ্যগরিষ্ঠ। এরপর বৃহৎশক্তিগুলি এই সমস্ত দেশে হস্তক্ষেপ করেছে এবং বিভিন্ন সংগঠনকে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এখন পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এই সংগঠনগুলি বর্তমানে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশ থেকে মানুষকে নিজেদের সঙ্গে একত্রিত করেছে যার ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

সাংবাদিক বলেন, আপনার কথার অর্থ এই যে, সব কিছু রাজনীতির কারণে হচ্ছে, ধর্ম কোন কারণ না?

এর উত্তরে হুযুর বলেন, যা কিছু লড়াই বা বিবাদ চলছে তা তাদের নিজেদের রাজনীতিক স্বার্থের কারণে। এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির উপার্জনের উৎস হল তেল। সরকার এবং বৃহত শক্তিগুলি এর উপর কেন নিষেধাজ্ঞা চাপায় নি? এই তেল কোন ছোট গাড়ি বা নৌকা করে তো আর রপ্তানি করা যায় না। বড় বড় কন্টেনারে করে জলজাহাজে এগুলি পরিবহন করা হয়। দেখার বিষয় হল তারা কিভাবে রপ্তানি করছে এবং অর্থ আদানপ্রদান করছে। এগুলির উপর কেন নিষেধাজ্ঞা চাপানো যেতে পারে না?

সাংবাদিক বলেন, আপনার মতে ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ই হল ইসলামিক শাসনের পিছনে সব থেকে বড় কারণ?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সঠিক কথা। এরা যে কোনও উপায়ে এই গতিবিধি প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর হলে এই যুদ্ধ থেমে যেতে পারে। যদি তাদের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাদের অর্থায়ন এবং তেল রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে সব কিছু বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এদের কাছে তো আর কোন অস্ত্র কারখানা নেই। এরা ক্রমশ নিরস্ত্র হয়ে পড়বে।

সাংবাদিক: সুযোগ পেলে আপনি মুসলমান নেতাদের উদ্দেশ্যে কি উপদেশ দান করবেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মুসলিম বিশ্ব আমাদেরকে পছন্দ করে না। আমি সৌদি আরবের বর্তমান বাদশাহকে পত্র লিখেছিলাম। ইরানের সর্বোচ্চ শাসককেও পত্র লিখেছিলাম এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৃহত শক্তিধর দেশের রাষ্ট্র নেতা ও প্রধান মন্ত্রীদের নামেও পত্র লিখেছিলাম। তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করার জন্য বুঝিয়েছিলাম।

সাংবাদিক: আপনি আপনি যদি সৌদি আরবের সংশোধন করতে পারেন তবে কেমন অনুভব করবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সৌদি আরবেও চরমপন্থীরা রয়েছে-ওয়াহাবী ও সালাফিরা। সালাফিরা খুব বেশি কঠোর এবং উগ্র মনোভাব পোষণ করে। সেখানকার উলেমারা মানুষের মগজ ধোলাই করে রেখেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে উলেমাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন না করা হয় তাদের সংশোধন হতে পারে না। সরকার যদি দৃঢ় ও শক্তিশালী হয় আর উলেমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে তারা প্রভাবহীন হয়ে পড়বে। জনসাধারণের উপর তাদের প্রভাব খর্ব হবে। এখন সেখানকার সাধারণ মানুষও তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে।

সাংবাদিক: সৌদি আরব কি ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সৌদি আরব ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হতে পারে না। সেটি সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কেন্দ্রভূমি। সেখানে মুসলমানদের কেন্দ্র মক্কা ও মদিনা অবস্থিত। সেখানে সমস্ত মানুষ যেতে পারে। পৌত্তলিক ছাড়া সেখানে কারো যেতে বাধা নেই। মুশরিকরা সেখানে যেতে পারে না। বাকিরা সেখানে অবাধে যেতে পারে।

সৌদি আরব এই পবিত্র স্থানদ্বয়ের তত্বাবধায়ক। এটি যদি ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় তবে মক্কা ও মদিনার তত্বাবধায়কের পরিবর্তন ঘটতে পারে। জনসাধারণ এই শাসন ব্যবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তারা পরিবর্তন চায়, কিন্তু কিছু করতে পারবে না। এগিয়ে এসে কে এই কাজ করবে?

তাদের উপমা হল বিড়ালের গলায় ইঁদুরের ঘন্টা বাঁধার ন্যায়। পরিকল্পনা করে, কিন্তু বাস্তবায়িত করার প্রশ্ন এলে সব কিছু বানচাল হয়ে যায়।

সাংবাদিক: কেউ কি আপনার কথা শোনে না?

হুযুর বলেন, আমরা নৈরাশ্যবাদী নই। আমরা হতোদ্যম হব না। এরা না হলে এদের পরবর্তী প্রজন্ম ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তাদের আচরণে পরিবর্তন আসবে। আমরা দোয়া করি যেন, আমাদের প্রজন্মে এমনটি হয়। আমাদের প্রজন্মে না হলে পরের প্রজন্মে হবে ইনশাল্লাহ॥ এরা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করবে।

সাংবাদিক: তিউনিসিয়া উগ্রবাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, law and order situation কে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আই.এস এবং দায়েশ তিউনিস যাচ্ছে। দুই তিন মাস পূর্বে তিউনিসের উপকূলবর্তী অঞ্চলে একটি বড় ধরণের আক্রমণ হয়েছিল।

সাংবাদিক বলেন, কোন দেশ সম্পর্কে আপনি আশাবাদী যে সেটি এমন সব পরিস্থিতি থেকে নিরাপদ থাকবে?

মরোক্কোর অবস্থা বর্তমানে ভাল। এই দেশে খুব বেশি চরমপন্থী সংগঠন নেই। আর যারা আছে সরকার তাদেরকে কঠোরভাবে প্রতিহত করছে। এটিই উত্তম সমাধান।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সন্ত্রাসবাদ এখন অন্যান্য দেশেও প্রসার লাভ করছে। তাই এটিকে এখন প্রতিহত করা দুরূহ কাজ।

মার্কিন সেনা সিরিয়া সরকারের সঙ্গে লড়াই করার জন্য বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর এরা নিজেদের অস্ত্র নিয়ে 'আন নুসরা' নামে অন্য একটি উগ্রবাদী সংগঠনে যোগ দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এই নীতি থেকে কি অর্জন করল? এটি ভুল নীতি ছিল।

সাংবাদিক: আপনার কথার অর্থ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে সাহায্য করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আই.এস কে প্রতিহত করতে হলে পূর্ণ প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি অবলম্বন করতে হবে এবং সিরিয়া সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। সিরিয়ার সদর আসাদ বলেছেন, তোমরা সাদ্দাম (ইরাকের সদর) -এর মত আমাকে অপসারিত করতে পারবে না। এ যাবৎ তার এই কথা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কে বড় শত্রু তা আপনাকে ঠিক করতে হবে। আসাদ নাকি আই.এস। পৃথিবীর শান্তি কে ধ্বংস করছে, আসাদ নাকি আই.এস?

অতএব যে বড় শত্রু, যার থেকে শান্তি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বেশি তাকে শেষ করা উচিত। আমাদেরকে সেই সমস্ত সরকার এবং সংগঠনের পাশে দাঁড়ানো উচিত যারা বড় শত্রুর মোকাবিলা করছে।

সাংবাদিক: মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কি আপনি আশাবাদী?

হুযুর বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে বড় যুদ্ধ বাধবে এবং অনেক বেশি সংখ্যক দেশ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। এই মহাযুদ্ধের পরই পৃথিবী উপলব্ধি করবে যে, খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। মানুষ খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করলে জামাত আহমদীয়ার দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে এবং জামাত আহমদীয় দ্রুত প্রসার লাভ করবে।

এরা যদি নিজেদের ভুল স্বীকার করে এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হয় তবে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব। পৃথিবীবাসী যদি এবিষয়ে অনুধাবন করে যে আমরা কোন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছি এবং এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে তবে তা এড়ানো সম্ভব। কিন্তু আমি এমনটি হতে দেখছি না।

এই সাক্ষাতকার সাড়ে পাঁচটায় সমাপ্ত হয়।

ওয়াকফাতে নওদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের ক্লাসে প্রশ্নোত্তর সভা

প্রশ্ন: যে সব মহিলারা কাজ করতে চায় বা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায় অথচ তাদের সন্তান আছে তাদের করণীয় কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রাথমিক কর্তব্য হল সন্তানের লালন পালন। কিন্তু যদি সংসারে অনাহার যাপনের অবস্থা দেখা দেয় তবে কাজ কর। সময়ে কাজে যাওয়া আসা এবং সোজা ঘরে ফিরে এসে সন্তানদের লালন পালন করার মত শক্তি সামর্থ্য থাকা উচিত। যদি কেবল অর্থ উপার্জনের জন্য কাজ করছ, আর সেই অর্থে ফ্যাশনের করতে চাও তবে কাজ ছেড়ে দাও। যদি কোন পেশাগত কাজের সঙ্গে যুক্ত থাক যেমন- চিকিৎসক হও, তবে মানবতার সেবা এটি, যুক্তিসম্মতও বটে। তাছাড়া এর জন্য নিজেকে মানিয়ে নাও যে সন্তানকে কিভাবে সময় দিতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ অনেক আহমদী চিকিৎসক আমাকে সাক্ষাতে বলেছে যে, তারা সাময়িকভাবে নিজেদের কাজ ছেড়ে দিয়েছে এবং সন্তান বড় হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় কাজ আরম্ভ করেছে। যাইহোক মহিলাদের আসল কাজ হল পড়ালেখা করে সন্তানদের সঠিক প্রতিপালন করা। নিজের জ্ঞান দিয়ে সন্তানকেও উপকৃত করা। আর যদি একান্ত নিরুপায় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তবে তা ভিন্ন কথা। তথাপি

ইমামের বাণী

"এ যুগের দুর্ভেদ্য দূর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করে।"

(ফতেহ ইসলাম, পৃ: ৩২)

দোয়াপ্রার্থী:

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি (আসাম)

সন্তানকে বেশি সময় দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন: হুযুর! আলমেরে শহরটি আপনার কেমন লেগেছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন; আমরা মোটরওয়ে দিয়ে বাইরের পথ ধরে গিয়েছি এবং জঙ্গল অতিক্রম করে সেখান থেকেই মসজিদের গোড়াত্তন করে ফিরে এসেছি। আলমেরে আমি তো দেখি নি। তবে প্রথমবার যখন আলমেরে গিয়েছিলাম এবং সেখানে কাউন্সিল থেকে মসজিদের জন্য জমি গ্রহণ করছিলাম, সেই সময় আমি শহরটি দেখেছিলাম। ছোট্ট চমৎকার শহর এটি। গতকাল আমি মেয়রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি আমাকে বলেন যে, শহরের জনসংখ্যা দুই লক্ষ এবং এটি খুব সুন্দর শহর। মেয়র বলছিলেন এই শহরের মানুষ খুবই ভাল। তিনি বলেন, গির্ট উইলডার্সকে মানুষ পছন্দ করেন বলে তার পর্টি নয়টি আসন পায় নি, বরং এর কারণ হল তিনি অন্যান্য রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে ছিলেন, সেই কারণে তিনি এই আসন গুলি পেয়েছেন। তাই তিনি বলছিলেন, চিন্তার কোন কারণ নেই, এখানকার মানুষ খুব ভাল। মসজিদ নির্মিত হয়ে যাওয়ার পর সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। তখন আরও অনেক কিছু প্রকাশ্যে আসবে এবং বোঝা যাবে মানুষ কেমন।

প্রশ্ন: হল্যান্ডে তবলীগ প্রসঙ্গে কিছু দিক-নির্দেশনা দান করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন:নিজেদের সহপাঠিনী এবং বান্ধবীদের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। তাদেরকে বলুন যে আপনারা কারা? আপনারা যে আহমদী সে কথা জানার পর আপনাদের এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য অনুভুত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফলে আপনাদের সম্পর্কে জানার বিষয়ে তাদের মধ্যে কৌতুহল বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে আপনাদের জন্য তবলীগের পথ খুলে যেতে পারে। অনুরূপভাবে আপনাদের উচিত সঙ্গে পামফ্লেট বা ব্রাউসার সঙ্গে রাখা। আমার ধারণা স্কুলে থাকাকালীন তারা কখনোই আপনাকে পামফ্লেট রাখার অনুমতি দিবে না। কিন্তু যদি অনুমতি থাকে তবে নিজেদের বান্ধবীদের এই পামফ্লেট দিয়ে বলবেন যে কিভাবে আমরা শান্তি ও সম্প্রীতি প্রসারের চেষ্টা করছি। তবলীগ সংক্রান্ত কোন তর্কবিতর্ক আরম্ভ না করে প্রথমে তাদেরকে শান্তি ও ভালবাসা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে আফ্রিকায় যে আমরা বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করছি সেগুলি সম্পর্কে বলুন। এই বিষয়গুলি তাদের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক ও নৈকট্য গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই ভাবে তারা কাছে এলে তাদের জন্য তবলীগের দরজা খুলে দিন।

প্রশ্ন: যদি দেশের আইন ইসলামী বিধান ও মূল্যবোধের পরিপন্থী হয় তবে কি করণীয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: দেশের আইন যদি ধর্মের বিরুদ্ধে হয় এবং আমাদেরকে ধর্মাচার করতে বাধা দেয় এবং কঠোরতা অবলম্বন করে তবে তোমরা সেই আইনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে না। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমি দেশগুলি কিছু অসঙ্গত আইন প্রণয়ন করেছে, তাছাড়া পাকিস্তানেও আহমদীদের বিরুদ্ধে আইন রয়েছে। তারা বলে, না তোমরা নামায পড়বে, না কলেমা পাঠ করবে, না নিজেকে মুসলমান বলবে। কিন্তু আহমদীরা সেখানে বসবাসও করছে, নামাযও পড়ছে আর কলেমাও পাঠ করছে। নিজেদেরকে মুসলমান বলেও দাবি করছে। যার কারণে তারা শাস্তিও পাচ্ছে। অতএব যে আইন তোমাদেরকে জোরপূর্বক ধর্মাচার করতে বাধা দেয়, তার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। এমন কঠোর জবাব দিবে না যে মানুষকে মারতে শুরু করবে। কিন্তু তোমাদের ধর্ম যা আদেশ করে সেই অনুসারে কাজ করে যাও। যদি আইন ধর্ম থেকে বাধা দেয়, যেমন আইন যদি নামায পড়তে বাধা দেয়, তবে নামায পড়। কলেমা পাঠ করতে বাধা দিলে কলেমা পাঠ কর। ধর্মীয় বিষয়ে কারোর হস্তক্ষেপ হওয়া উচিত নয়। যদি এমন কঠোর আইন থাকে যে, তোমাকে বলা হচ্ছে নামায পড়লে জেলে যেতে হবে, তবে সেই দেশ ত্যাগ কর। এই কারণেই তোমরা পাকিস্তান ত্যাগ করে এখানে এসেছ।

প্রশ্ন: ঈদের নামাযে তকবীরের মধ্যে হিকমত বা প্রজ্ঞা কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথম কথা হল আঁ হযরত (সা.) যেভাবে আমাদেরকে করে দেখিয়েছেন আমরা সেই ভাবেই করব। দ্বিতীয়তঃ সেই দিনগুলিতে আল্লাহ্ তা'লা মাহাত্ম্য সমধিক পরিমাণে করা উচিত। এই কারণেই তকবীরে 'আল্লাহু আকবার' সমধিক হারে পাঠ করে থাকি। ঈদের নামাযে প্রথম রাকাতে সাত তকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তকবীর অতিরিক্ত পাঠ করা হয়। সব থেকে বড় কারণ হল এই আনন্দের মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ রাখ এবং তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

আমাকে কেউ একজন একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের একটি ভিডিও পাঠিয়েছিল যেখানে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানে জামাতে ইসলামীর এক আমীর সাহেব ঈদের নামায পড়াচ্ছেন। পাঁচ বার আল্লাহু আকবার বলার পর হাত বেঁধে সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন একটি সূরা পাঠ করার পরিবর্তে তিনি সোজা সিজদায় চলে যাচ্ছেন। পেছন থেকে মানুষ বলছেন 'সুবহানাল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ'। তিনি সিজদায় পড়ে আছেন। তাঁর কোন হুঁশই নেই। অর্ধেক মানুষ রুকুতে আর অর্ধেক মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অদ্ভুত পরিস্থিতির অবতারণা হয়। এরপর পেছন থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, কোন ব্যক্তি বলছে, আররুকু আররুকু। এরপর জামাত ইসলামীর আমির সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে সোজা রুকুতে চলে যান। অথচ পাঁচ তকবীর বলার পর হাত বেঁধে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে রুকুতে যেতে হত। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত কোন নামায হতে পারে না। প্রত্যেক নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অনিবার্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তোমাদেরকে একথাও জানিয়ে রাখি যে, সূর্য গ্রহণের সময় যে দুই রাকাত নামায পড়া হয়, যাকে 'সালাতুল খুসুফ' বলা হয়, সেখানে প্রতি রাকাতে দুটি রুকু হয়ে থাকে। নীয়ত এবং তাহরীমার তকবীরের পর দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য কোন সূরা পাঠ করতে হয়। অতঃপর রুকুতে যেতে হয়। রুকুর পর পুনরায় দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করতে হয় এবং পুনরায় রুকুতে যেতে হয়। এরপর 'সামেআল্লাহু লেমান হামেদা' বলে দাঁড়িয়ে সিজদায় যেতে হয়। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় রাকাত পড়তে হয়। সূর্য গ্রহণের সময় বেশি হারে রুকুতে যাওয়া আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে নতজানু হওয়ার অভিব্যক্তি। আঁ হযরত (সা.) এভাবেই আমাদের এই নামায শিখিয়েছেন।

প্রশ্ন: আপনি যখন মসজিদের গোড়াপত্তনের জন্য ইট স্থাপন করেন, তখন কি এর জন্য কোন বিশেষ স্থান হওয়া দরকার?

হুযুর বলেন, হওয়া তো দরকার। আমি জানি না তোমাদের লোকজন বিশেষ স্থান সংরক্ষিত রাখেন কি না। সাধারণত 'মেহরাব'-এর জন্য যে স্থানটি নির্ধারণ করা হয় সেখানে ইট রাখা হয়। আর মেহরাবেই রাখা উচিত। কোন বিশেষ কারণ থাকলে অন্যত্রও রাখা যেতে পারে।

প্রশ্ন: আমরা আহমদীরা স্বপ্ন বিশ্বাস করি এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা থাকে। কিন্তু স্বপ্নের কোন অর্থ আছে কি না তা কিভাবে বোঝা যাবে?

হুযুর বলেন, তোমাকে কে বলেছে প্রতিটি স্বপ্ন বিশ্বাস করতে? আমি তো করি না। অর্ধেক স্বপ্ন তো এমনি মনের কামনা-বাসনা নির্ভর হয়ে থাকে। রাত্রে যদি বেশি আহার কর বা দেরী করে আহার কর তবে আজেবাজে স্বপ্ন আসতে থাকবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন যে, অনেক সময় মানুষের যদি ভয়ানক সর্দি লাগে বা সংক্রমণ হয়ে নাক বন্ধ হয়ে যায়, তখন সে স্বপ্ন দেখে জলে সাঁতার কাটছে আর ডুবে যাচ্ছে। এটি সর্দি ও নাক বন্ধ হওয়ার কারণে হয়ে থাকে, অথচ কেউ ডুবে যায় না।

প্রশ্ন: কেউ যদি স্বপ্নে কোন নবী কিম্বা মক্কা ও কাবা শরীফ দেখে তবে এর অর্থ কি?

হুযুর বলেন, ভাল কথা, এটি ভাল স্বপ্ন। কিন্তু তুমি মক্কা ও কাবা যে দেখেছ তা কিভাবে দেখেছ? তুমি যদি কোন স্বপ্ন দেখ যার কোন অর্থবোধক হয় তবে ভাল কথা। সেটি ভালও হতে পারে। যদি সেটি সত্যিই সত্য স্বপ্ন হয়ে থাকে তবে ভাল কতা। অনেক স্বপ্ন ভাল হয়ে থাকে। কাবা দেখ কিম্বা কোন নবীকে দেখ-এর সঠিক ও যথাযথ কোন অর্থও হওয়া দরকার। যদি তুমি দেখ নবী তোমাকে এসে বলছেন, যেভাবে অনেক অ-আহমদী বলে থাকেন, আমি আঁ হযরত (সা.)কে দেখেছি, তিনি আমাকে বলছেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সত্যবাদী নন। এগুলি মিথ্যা স্বপ্ন যা তারা নিজেরাই রচনা করে। কিছু অ-আহমদীকে আমি দেখেছি প্রতিদিন সকালে উঠে স্বপ্ন শোনায়, আর সেই স্বপ্নে কুরআন শরীফে উল্লিখিত সমস্ত নবীর নাম এসে যায়। কখনো দাবি করে হযরত ইব্রাহিমকে দেখেছি। কখনো বলে হযরত ঈসাকে দেখেছি, কখনো অমুক নবীকে দেখেছি। কখনো বা মূসাকে দেখেছি। কিছু মনগড়াও হয়ে থাকে। আর যদি স্বপ্ন

এর পর শেষের পাতায়...

মহানবী (সা.)-এর হাদীস

মহানবী (সা.) বলেছেন- " প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অবস্থাতেই পুনরুত্থিত হবে যে অবস্থায় সে মৃত্য বরণ করে।"

-(মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: **নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)**

যুক্তরাজ্যে ১৫তম শান্তি সম্মেলনের সফল আয়োজন

তিথি-১৭ই মার্চ, ২০১৮,

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

(শেষাংশ)

হুযুর আনোয়ার বলেন, এখন আমি আরও একটি বিষয়ের দিকে আসব। বিষয়টি হল আন্তর্জাতিক স্তরে অস্ত্র বানিজ্য। আজকের বিশ্ব সভ্যতা অতীতের সমস্ত যুগের থেকে উন্নত হওয়ার গর্ব করে। তা সত্বেও ২০১৮ সালে অনেক দেশকে এমন সব অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ধ্বংস ও বিলুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে যেগুলি আক্ষরিক অর্থেই অমানবিক। সিরিয়া, ইরাক এবং ইয়েমেনের মত দেশগুলিতে তাদের নিজের সরকার পক্ষ, বিদ্রোহী ও উগ্রবাদীরা পরস্পর যুদ্ধ করছে। তাদের নিজেদের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। তা সত্ত্বেও একটি বিষয় তাদের মধ্যে অভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়, আর তা হল সেই সমস্ত অস্ত্র-সস্ত্রগুলির অধিকাংশই উন্নত বিশ্বের দেশগুলিতে নির্মিত হয়েছে। পরাশক্তিগুলি একপ্রকার প্রকাশ্যে এবং দাপটের সঙ্গে এই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রের বানিজ্য করছে যেগুলি দ্বারা নিরীহ মানুষের জীবন হানি করছে, তাদেরকে পঙ্গু বানিয়ে ফেলছে অথবা তাদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পরিতাপের বিষয় হল, এই সমস্ত দেশগুলি কেবল নিজেদের দেশের অর্থনীতির বিকাশ ও এবং সম্পদকে যথাসম্ভব বৃদ্ধির প্রতিই নিজেদের যাবতীয় মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছে, তারা এক মূহুর্তের জন্য ভেবে দেখে না যে এর পরিণতি কি দাঁড়াবে। তারা নিদারুণভাবে নিজেদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে এই সমস্ত বিধ্বংসী অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয়ের জন্য চুক্তি করতে উদগ্রীব থাকে। এই হাতিয়ারগুলির কোনও একটিও যখন নিক্ষিপ্ত হয়, তখন তা কোন নিরীহ বা অপরাধী মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে না। এরা অত্যন্ত গর্বের সাথে এমন সব অস্ত্রসামগ্রী বিক্রয় করছে যা শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধদের নির্বিচারে ধ্বংস করে দেয়। চক্ষুলজ্জা সরিয়ে রেখে এগুলি বেচাকেনা হচ্ছে যা একের পর এক জনপদ ও নগরীকে ধ্বংস করে চলে। অস্ত্র বিক্রেতা দেশগুলির অর্থনীতি এরফলে সাময়িকভাবে উপকৃত হয় ঠিকই, কিন্তু তাদের হাত লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়। অগণিত নিষ্পাপ শিশুদের চোখের সামনে তাদের পিতামাতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় আর তারা কেবলই অসহায় দর্শক হয়ে চেয়ে থাকে। কেন তাদের পিতামাতাকে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল, এই প্রশ্নের কোন উত্তর তাদের কাছে থাকে না। হাজার হাজার মহিলা বিধবা হয়ে জীবনের সকল আশা-আকাঙ্খা বঞ্চিত হয় আর তারা নিষ্ঠুর জগতের গ্রাসে পরিণত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই সমস্ত ধ্বংসলীলার কি উপকার হতে পারে? এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ভুত শিশুদের একটি দল দেখতে পাচ্ছি যারা সেই সমস্ত চক্রের হাতে গিয়ে পড়বে যারা পৃথিবীর শান্তিকে ধ্বংস করতে উদগ্রীব।

একজন কিশোর বা সদ্য যৌবনে পদার্পণকারী এক যুবক যখন চোখের সামনে দেখে যে তার মা বাপকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে, তখন পরবর্তীতে সে যদি কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় তবে কে তাকে অপরাধী বলে অভিযুক্ত করতে পারে? আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, উগ্রবাদীরা সেই সমস্ত কিশোর ও যুবকদেরকে নিজেদের শিকারে পরিণত করে যারা দারিদ্রতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত আর যুদ্ধের ধ্বংসলীলা যাদের মন-মস্তিষ্ককে কলুষিত করে রেখেছে। এই উগ্রবাদীরা এমন উঠতি যুবকদেরকে নিজেদের ফাঁদে ফেলতে সফল হয়, যাদের সম্পর্কে তারা অবগত থাকে যে, এদেরকে সহজে প্ররোচিত করা যাবে। যাতে তাদেরকে প্রতিশোধ নিতে এবং এবং হত্যা লীলা সংঘটিত করতে প্ররোচিত করে সন্ত্রাসের পরিকল্পনায় কাজে লাগাতে পারে। স্কুলে গিয়ে শিক্ষার্জন করে একজন সুনাগরিক হওয়ার পরিবর্তে শিশুদের পুরো একটি প্রজন্ম এই শিক্ষাই লাভ করছে যে, কিভাবে গ্রেনেড, মিসাইল এবং আত্মঘাতী আক্রমণ করে পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট করতে হবে। শুধু তাই নয়, কিছু দেশ হাজার হাজার মাইলে দূরে অবস্থিত দেশের বিবাদে অহেতুক লিপ্ত হয়ে থাকে আর নিজেদের সেনার মাধ্যমে আকাশপথে আক্রমণ করছে।

একাধিক ঘটনাবলী থেকে একথার সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, পৃথিবী অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নি। ব্যাপক পরিসরে একথা একথা স্বীকার করা হচ্ছে যে, ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধ অন্যায় এবং মিথ্যা অজুহাতের ভিত্তিতে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে লিবিয়া চরম অরাজকতার দুর্বিপাকে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে আর এখন সেটি সন্ত্রাসবাদীদে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। কয়েক বছর পূর্বেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন পশ্চিমি শক্তিগুলি সেখানে হস্তক্ষেপ করে। এই ধরণের পরিণামের পরও বৃহত শক্তিগুলি এর থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করে নি। বড় বড় শহর ও জনপদ এক লহমায় ভূপাতিত করা হয়েছে আর হাজার হাজার অট্টালিকা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন জাতির মনোযোগ মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিই নিবদ্ধ রয়েছে আর তাদের উদ্দেশ্য হল শ্বাসযোগ্য বায়ুকে শুদ্ধ রাখা। কেউ কি এমন ধারণাও করতে পারে যে যে এমন ভয়াবহ বোমাবর্ষণ পরিমণ্ডলের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না? অধিকন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলিতে যদি কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় তবে, সেখানকার শহর ও ঘরবাড়িগুলির পুনর্নির্মাণ করতে হবে যা এত ব্যাপকহারে হবে যে নির্মাণকালে ক্ষতিকারক ডিজেল ও কার্বন ইন্ধন থেকে নির্গত ধোঁয়া পরিবেশ ও বায়ুদুষণে নতুন মাত্রা যোগ করবে। এক হাতে আমরা এই গ্রহকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি, অপর দিকে নির্মমভাবে এমন ধ্বংসমূলক পদক্ষেপ করে চলেছি। এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে আমার আশঙ্কা পৃথিবীর পরাশক্তিগুলির সংকীর্ণ দৃষ্টি এবং উদাসীনতা তাদের চোখে পর্দা দিয়ে রেখেছে।

হুযুর বলেন, অস্ত্র বিকাশের পক্ষের সব থেকে বড় যে যুক্তি দেওয়া হয় তা হল অস্ত্র লাভের ফলে আক্রমণকারী হতোৎসাহিত হয় আর এইভাবে শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু বাস্তবে যখনই আমরা টেলিভিশন চালু করি এবং কয়েক মূহুর্তের জন্য সংবাদ দেখি তখন সঙ্গে সঙ্গে এই সত্য বেরিয়ে আসে যে, এই ধরণের যুক্তি ভ্রান্ত আর এটি একপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রম। সত্য এই যে, হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশু যারা এই বিধ্বংসী অস্ত্রের প্রয়োগে নিজেদের পিতামাতাকে হারিয়েছে বা তারা নিজেদের হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ খুইয়ে পঙ্গুত্বের জীবন অতিবাহিত করছে, তাদের কাছে এই যুক্তি কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এই যুক্তি সেই সমস্ত মহিলারাও মেনে নিতে অস্বীকার করবে যারা এর ফলে বিধবা হয়েছে আর সেই সমস্ত কোটি কোটি মানুষ যাদের সুখের পরিবারকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে তাদের কাছেও এই যুক্তি অন্তঃসারশূন্য। যদি আমরা নিজেদের সন্তানদের জন্য এক উজ্জ্বল ও আশাপূর্ণ জীবন রেখে যেতে চাই এবং তাদেরকে এক শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর সুসংবাদ দিতে চাই তবে আমাদেরকে অবিলম্বে ধর্ম, মত নির্বিশেষে নিজেদের অগ্রাধিকার বদলে ফেলা আবশ্যক। জাগতিকতা এবং শক্তি অর্জনের বাসনা আমাদের অগ্রাধিকারের উপর যেন প্রভুত্ব না করে। ধনী, দরিদ্র সমস্ত দেশকে সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তাকে অন্য সমস্ত বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা যা একমাত্র ধ্বংসই ডেকে আনতে পারে, সেই কর্মকাণ্ডে না মেতে আমাদেরকে মানবতাকে রক্ষা করার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা উচিত

হুযুর আনোয়ার বলেন, যুদ্ধ প্রবণ দেশগুলির সীমা ও বন্দর বন্ধ করার পরিবর্তে আমাদের নিজেদের অন্তর অপরের জন্য উন্মুক্ত করা উচিত। কেননা, এর ফলে নিষ্পাপ শিশুরা অনাহারক্লিষ্ট হয়ে যন্ত্রনা ভোগ করবে এবং ব্যাধিগ্রস্তরা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হবে। আমাদেরকে পরস্পরের বিভাজনের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা উচিত এবং অনাহার ও দারিদ্রতায় জর্জরিত মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে আসা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যতদূর রাজনৈতিক শত্রুতার সম্পর্ক, যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর কোরিয়ার মাঝে থাকা যে কোন বিবাদ বিশ্ব শান্তির জন্য স্থায়ী বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে ঘটমান যে কোন বিবাদ দক্ষিণ কোরিয়া, চিন এবং জাপানের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

হুযুর আনোয়ার যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর কোরিয়ার সদরদ্বয়ের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা প্রসঙ্গে বলেন, এদের মধ্যে যদি কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় তবে তা কতটা স্থায়ী হবে সেকথা কেবল আল্লাহ্ তা'লাই উত্তম জানেন। কেননা উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করে। যেরূপ কয়েকবছর পূর্বে ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ইরান এবং পশ্চিমি দেশগুলি যদিও এবিষয়ে পরস্পর সম্মত ছিল, কিন্তু কয়েক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই এই চুক্তি সুতোর উপর ঝুলছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অনুরূপভাবে আরও অনেক বিবাদ রয়েছে যেগুলির ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে এবং যে কোন মূহুর্তে লেলিহান অগ্নিশিখার রূপ ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে যার ভয়াবহ পরিণতি কল্পনা করাও যন্ত্রনার।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, শান্তি প্রতিষ্ঠা কেবল তখনই সম্ভব যখন মন থেকে বিদ্বেষ ও বৈরিতা দূরীভূত হয় এবং এর পরিবর্তে মার্জনা করার স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে

পারস্পরিক সম্প্রীতি ও প্রেম বন্ধন গড়ে ওঠে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সচরাচর ইসলামকে কে উগ্রতাপ্রিয় ধর্ম হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে আর এই অপবাদও আরোপ করা হয় যে, বিরাট সংখ্যক মুসলমান যে সমস্ত দেশে বসবাস করে তারা সেই দেশের প্রতিই বিশ্বস্ত নয় বা তারা সমাজে সমন্বয় সাধনের পরিবর্তে অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করে বেড়ায়। আমি এই অভিযোগগুলিকে অন্যায় ও অমূলক মনে করি। তা সত্ত্বেও এই যে তথাকথিত মুসলমান সন্ত্রাসীরা ইসলামের নাম ব্যবহার করে নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, আমি মনে করি না আমরা এখন ধর্মযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছি। বরং বাস্তবে এই যুদ্ধগুলির মূলে রয়েছে আঞ্চলিক রাজনীতি এবং ব্যক্তিস্বার্থ। তথাকথিত জিহাদী উগ্রপন্থী এবং মৌলবীরা ইসলামের দুর্নাম বয়ে আনছে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ শান্তিকামী ও আইনমান্যকারী মুসলমান নাগরিকদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে উপেক্ষঅ করা হচ্ছে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনওভাবেই উগ্রপন্থার কোন স্থান নেই। প্রত্যেক প্রকারের উগ্রবাদকেই ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। অধিবেশনের প্রারম্ভেই কুরআন করীমের যে আয়াত তেলাওয়াত করা হয়েছে সেগুলিতে এর স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। এই আয়াতগুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে রক্ষা করা আর সেগুলি ছিল ধর্মমতের স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার লড়াই। এই আয়াতগুলিতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, গির্জা, সিনাগজ, মন্দির এবং মসজিদকে রক্ষা করতে হবে। এই উল্লেখযোগ্য বিষয়টিকে আমি বার বার উপস্থাপন করেছি আজও এর পুনরাবৃত্তি করছি। যে ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা, অভিব্যক্তির স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করে, সে ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। পশ্চিমি প্রচার মাধ্যমেও অনেকে এই মতটিকে স্বীকৃতি দেয় এবং এর স্বপক্ষে সওয়াল করে। আমি সাধুতা এবং ন্যায়পরায়ণতার নীতির পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। যেমন ডীন পত্রিকার সাম্প্রতিক প্রকাশনায় একটি কলামে লেখা হয় যে, " সন্ত্রাসবাদ পূর্বেও কখনও মুসলমানদের বিস্তার লাভের মাধ্যম ছিল না, আর এখনও নয়। এর পেছনে সব সময় কাজ করে এলাকা দখল, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ চুরি এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক নীতির প্রভাব, যার ফলে মুসলমান দেশগুলির জনসাধারণ দারিদ্রতা ও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে।"

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই কথাগুলির দ্বারা তথাকথিত মুসলমানদের সন্ত্রাসের নেপথ্যে থাকা বাস্তবতার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে। এছাড়াও আরও একটি জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিক পিটার ওয়েসবোর্ন এমন এক সত্যের উপর আলোকপাত করেছেন যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন। তিনি বলেন, পশ্চিমি গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তক্ষেপের কারণে বিরাট সংখ্যক মুসলমানদের মধ্যে উগ্রবাদের প্রতি আকর্ষণ তৈরী হচ্ছে। সকলে না হলেও অনেকেই এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উক্ত সাংবাদিক এক ব্রিটিশ গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের সাবেক কর্মকর্তার বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেখানে তিনি বলেন-" এক দিকে আমাদের অভ্যন্তরীণ পুলিশ বিভাগ নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমাজের নিরাপত্তার জন্য সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে লড়াই করছে, আর অন্যদিকে আমাদের ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের কিছু অংশ জিহাদীদেরকে প্রশিক্ষন দিচ্ছে এবং এবং তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করে চলেছে, এমনকি কিছু সন্ত্রাসমূলক গতিবিধিতে সহায়তা করে এসেছে।

এছাড়াও দি বোস্টন গ্লোবে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে কলম্বিয়া ইউনিভাসির্টির 'সেন্টার ফর সাস্টেনেবল ডেভলপমেন্ট-এর নির্দেশক এবং প্রফেস জেফরিস সাচ সাহেব লেখেন, " একাধিক বার সি.আই.এ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির স্থিতাবস্থা বিনষ্ট করেছে এবং পরিণামে উদ্ভুত বিশৃঙ্খলায় যুক্ত রাষ্ট্র যে ভূমিকা পালন করছে তা প্রচার মাধ্যমে উপবিষ্ট পণ্ডিত ও বিশারদরা উপেক্ষা করেছে। "

প্রফেসর সচ' পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিবাদ নিরসনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, " যুক্তরাষ্টের উচিত অবিলম্বে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ গুটিয়ে ফেলা এবং জাতি সমূহের অধিকার রক্ষা এবং বিবাদ নিরসন প্রক্রিয়াটি জাতিসংঘের প্রভাবাধীনে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সম্প্রতি অমুসলিমদের লেখা একাধিক কলাম প্রকাশিত হয়েছে যা এই সত্যকে স্বীকার করছে যে, দায়েশের মত দল বা সংগঠন বহিরাগত সহায়তা ছাড়া মাথাচাড়া দিতে পারত না। আমি একথা বলছি না যে, হস্তক্ষেপ করা সব সময়ই অনুচিত হয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপ ন্যায়সঙ্গত এবং যথোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ব্যক্তিস্বার্থকে দূরে রাখা উচিত।

কুরআন করীমের ৪৯ নম্বর সূরার আল হুজরাতের ১০ নম্বর আয়আতে বলা হয়েছে, যে কোন হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শান্তি প্রতিষ্ঠা। এই আয়াত মুসলমানদেরকে আদেশ দেয় তারা যেন সর্বদা নিজেদের শত্রুদের প্রতিও ন্যায় করে। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে ইসলামে যেখানে মুসলমানদের শেষ পন্থা হিসেবে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তাদেরকে এই আদেশও দিয়েছিল যে, শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়ার পর ন্যায়ের দাবি পূর্ণ করবে এবং কখনও ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি আকৃষ্ট হবে না বা সীমালঙ্ঘন করবে না।

ইসলামী শিক্ষার আলোকে হুযুর আনোয়ার বলেন, নিঃসন্দেহে এই মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গীন পথপ্রদর্শনমূলক নীতি আজও মুসলমান ও অমুসলমান উভয়ের জন্যই সমানভাবে উপযোগী। যেখানে অত্যাচারীর হাত উৎপীড়ন থেকে প্রতিহত করার জন্য কঠেরতা অবলম্বন আবশ্যক হয়ে পড়ে সেখানে শক্তি প্রয়োগ করা বৈধ, কিন্তু সেখানে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ বা যুদ্ধে পরাস্তদের সম্পদ লুণ্ঠনের অভিপ্রায় যেন সংযুক্ত না হয়। অত্যাচারী যখন একবার শান্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করে তখন ইসলামী শিক্ষানুসারে তাদেরকে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত না বা কোনওভাবে তাদের পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করার অনুমতি নেই।

নবী করীম (সা.) সারাটি জীবন মানুষকে পরস্পর শান্তিপূর্ণভাবে একত্রিত রাখার চেষ্টা করেছেন এবং সবসময় অন্যদের তুলনায় নিজের অধিকারের বিষয়ে ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন। অনেক অমুসলিম লেখক এবং চিন্তাবিদ, যারা গভীরভাবে ইসলামকে অধ্যায়ন করেছেন, তারা একথার স্বীকৃতি জানান যে, হযরত মহম্মদ (সা.) জাতিসমূহকে সংঘবদ্ধ করেছেন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ধ্বজাকে উঁচু রেখেছেন। যেমন-অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একজন বরিষ্ঠ গবেষক পিট ফ্রাঙ্ককোপান নিজের রচনা 'দ্যা সিল্ক রোড' পুস্তকে নবী করীম (সা.)-এর কথা উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে হযরত মুহম্মদ (সা.) ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রেখে ও পারস্পরিক আলাপ আলোচনার পরিসর বিকশিত করেছেন এবং সেই যুগের খৃষ্টান ও ইহুদীদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করেছেন।

তিনি সেই সময়কার ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সমমূল্যবোধের উল্লেখ করে বলেন, মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা কিরূপ শান্তিকামী ছিল। একস্থানে তিনি সেই যুগের কথা উল্লেখ করেন যখন রসুলুল্লাহ (সা.) মদিনা শহরের প্রশাসনিক কর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি লেখেন-

" মদিনা শহরের ইহুদী নেতারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিরক্ষার নিশ্চয়তার বিনিময়ে সহায়তার চুক্তি করে। এই চুক্তি লিখিত আকারে সম্পাদিত হয়েছিল যাতে লেখা হয়েছিল যে, মুসলমানেরা এখন থেকে ভবিষ্যতে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও বিষয় আশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।"

তিনি আরও লেখেন- যখন মুসলমানদের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকল, সেই সময় ইহুদী ও খৃষ্টানরা যেন সকল প্রকার ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত থাকে , সেজন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি।"

বস্তত, ইসলাম সব সময়ই উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসের তীব্র বিরোধীতা করেছে। আমি একথা স্বীকার করছি যে, কিছু মুসলমানের অন্যায় আচরণ সমাজের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে, কিন্তু আমি একথা স্বীকার করতে পারি না যে, আজকের বিশ্বের বর্তমান অস্থিরতা ও অরাজকতার জন্য কেবল মুসলনরাই দায়ী। অনেক বিশারদ ও সমালোচক প্রকাশ্যে একথা বলছেন যে, কিছু বিশেষ অমুসলিম দেশ এবং সম্প্রদায়ও শান্তি বিঘ্নিত করা এবং সমাজের শান্তি ও সমন্বয় বিনষ্ট করার জন্য দায়ী।

এতটুকু বলে দেওয়া যথেষ্ট যে, সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে নিজেদের মন থেকে এই চিন্তাধারা বের করে দেওয়ার সময় এসে গেছে যে, সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় সমস্যাবলীর জন্য কেবল মুসলমানেরাই দায়ী।

অধিকন্তু আমরা আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছি যেখানে আমাদের পথপ্রদর্শকদের উচিত কেবলৃ নিজেদের রাজনৈতিক দল এবং সরকারের উন্নতিকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিবর্তে তারা যেন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানব কল্যাণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়।

হুযুর বলেন, এখন পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার কেবল এই একটি পথই খোলা আছে।

শ্রোতদেরকে সম্বোধন করে হুযুর বলেন, এক বৃহত্তর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে এই সত্য স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দীর্ঘমেয়াদী লাভ হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। উত্তর কোরিয়া, ইরান কিম্বা অন্য কোন দেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করার সময় বৃহত শক্তিগুলিকে বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হবে এবং প্রত্যেকের উদ্বেগ ও আশঙ্কার প্রতি কর্ণপাত করতে হবে। যেরূপ একজন কলামিস্ট

লিখেছেন, বিশ্বশক্তিগুলির উচিত নিজেদের রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে পারস্পরিক মতভেদ থেকে উদ্ভুত চাপকে হ্রাস করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া। শান্তি অর্জনের জন্য তাদের এমন আলোচনাপর্ব ও চুক্তি করা উচিত যা হবে নিরপেক্ষ এবং সমস্ত পক্ষের সমস্যার সমাধান করবে। এছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠার পর পূর্বের শত্রুভাব বা বিদ্বেষ ভুলে পরস্পরের আবেগ অনুভুতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং আত্মমর্যাদা বোধ বজায় রেখে এগিয়ে চলা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানব ইতিহাসে ক্ষমা, অত্যাচার সহন করে পুণ্য ও দয়ার শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত হল ইসলামের প্রবর্তক মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর। তেরো বছর পর্যন্ত তিনি এবং তাঁর সাথীদের উপর এমন যন্ত্রনাদায়ক অত্যাচার করা হয়েছিল যা কল্পনা করাও দুষ্কর। তাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে, এবং মক্কা ত্যাগ করে মদিনা হিজরত করতে বাধ্য হতে হয়েছে। এই সময়ে মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে। দৈহিক ও মানসিক যাতনা দেওয়া হয়েছে। জ্বলন্ত কয়লার উপর দীর্ঘক্ষণ শুইয়ে রেখে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং সামাজিক দুর্ভোগের শিকারে পরিণত করা হয়েছে। মুসলমান মহিলাদের দুই পা উটের সঙ্গে বেঁধে চিরে ফেলে হত্যা করা হয়েছে। এমন পাশবিকভাবে তাদের শরীরকে চিরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহম্মদ (সা.) যখন মক্কায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে একফোটা রক্তও ঝরতে দিলেন না, বরং আল্লাহ্ তা'লার আদেশের আলোকে ঘোষণা দিলেন, সমস্ত বিরুদ্ধবাদীদের ক্ষমা করা হল। অথচ এরা ছিল ঘোর অত্যাচারী এবং ইসলাম বিদ্বেষী। তিনি বললেন, ইসলামী আইনের অধীনে নির্বিঘ্নে এবং নির্ভয়ে সমস্ত মানুষের নিজের নিজের ধর্মমত ও আকিদা মেনে চলার স্বাধীনতা থাকবে। কেবল একটি শর্ত আবশ্যক ছিল, আর তা ছিল প্রত্যেককে সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে হবে।

তিনি নির্দেশ দেন যে, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের অধিকার রক্ষা করতে হবে এবং সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের সম্মান রক্ষা করতে হবে। এটি রসুলুল্লাহ (সা.)-এর মহান আদর্শ ছিল যা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে। মানবতার প্রতি করুণা ও মার্জনার এমন পরাকাষ্ঠা আজ পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমান ও অমুসলমানের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয়। মার্জনা ও পুণ্য করার এই স্পৃহা ছোট, বড়, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত জাতির মধ্যে সৃষ্টি হওয়া উচিত। একমাত্র তবেই দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হতে পারে।

সবশেষে হুযুর আনোয়ার বলেন আমি আন্তরিকতার সঙ্গে দোয়া করব যে, মানবজাতি যেন পরস্পরের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে, যাতে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদেরকে গর্ব ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। আসুন আমরা কেবল বর্তমানের দিকে না তাকিয়ে আগামী দিনের দিকে দৃষ্টিপাত করি। আসুন আমরা নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিবেক, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করুন।

খুতবার শেষাংশ.....

তার আনুগত্যের কারণে আমীরের পূর্ণ আনুগত্য করেছেন। অথচ আমি তার চেয়ে অন্তত পক্ষে তেরো চৌদ্দ বছরের ছোট ছিলাম। খিলাফতে আসীন হওয়ার পরও তিনি পরম বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, পূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

আল্লাহ্তা'লা তাঁর প্রতি দয়া ও মাগফিরাত করুন। আল্লাহ্ তা'লার যে কৃপার কথা তিনি বলেছেন, খোদা তার সেই বাসনাকেও পূর্ণ করুন। নিজ প্রিয়দের মাঝে তাকে স্থান দিন। আর তার সন্তান সন্ততিকেও খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দিন।

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের যখন ইন্তেকাল হয় তখন তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, যার কথা আমি সেই খুতবায়ও উল্লেখ করেছিলাম যে, পরশু রাতে যখন মিয়া সাহেবের ইন্তেকাল হয়, এর নিকটবর্তী সময়ে আমি স্বপ্নে দেখছিলাম যে, ভাই খুরশীদ এবং মিয়া আহমদ সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কাছে চলে গেছেন আর মহানবী (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হচ্ছে। তখন আমার হৃদয়ে বাসনা জাগ্রত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা যদি এভাবে আমারও সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতেন! আমি নিবেদন করলাম যে, হে আল্লাহ্ আমাকেও তোমার কাছে ডেকে নাও। তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তুমি এগিয়ে আস। এভাবে খোদা তা'লা স্বীয় নৈকট্য দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা এবং দয়ার শুভ সংবাদ তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। খোদা তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর সন্তানসন্ততিও যেন নেক ও পুণ্যবান হয়।

*****❖*****❖*****❖*****

পরিমাণ নিজের পরাক্রম শক্তির প্রদর্শন করিয়াছে যে, এক বিরাট অজগরের ন্যায় আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই কারণেই কুরআন শরীফ সৃষ্ট-ধর্মের বিপথগামিতাকে দুনিয়ার সকল বিপথগামিতা হইতে প্রথম শ্রেণীর বলিয়া গণ্য করিয়াছে এবং বলিয়াছে, আকাশ ও ভূ-মন্ডল বিদীর্ণ হইয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইতে চায়, কারণ পৃথিবীতে এক মাহাপাপ করা হইয়াছে যে, মানুষকে খোদা ও খোদার পুত্র বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কুরআন শরীফের প্রথম ভাগে খৃষ্ট-ধর্মের খন্ডন ও উহার উল্লেখ রহিয়াছে, যেমন- **'ইইয়াকা নাবুদু' এবং 'ওয়ালায যাল্লীন'** দ্বারা বুঝা যায়। কুরআনের শেষ ভাগেও খৃষ্টানদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে, যেমন- **'কুলহু আল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ'** দ্বারা বুঝা যায়, এবং কুরআনের মধ্যভাগে ও খৃষ্ট-ধর্মের ফেতনার (বিপদ) কথা উল্লেখ আছে, যেমন- **'তাকাযাস সামাওয়াতু ইয়াতাফাত্তারুন'** আয়াত দ্বারা বুঝা যায়। কুরআন শরীফ হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, দুনিয়ার সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত সৃষ্টির পূজা এবং 'দজল' (প্রতারণা)-এর আচরণ বিধির উপর এত জোর কখনও দেওয়া হয় নাই। এই কারণে মোবাহেলার জন্যও খৃষ্টানগণকেই আহ্বান করা হইয়াছিল, অন্য কোন মুশরেক বা অংশীবাদী সম্প্রদায়কে নয়।

আর এই যে, রূহুল কুদ্দুস ইতিপূর্বে পাখি ও পশুর আকারে প্রকাশিত হইতেছিল, ইহাতে কি রহস্য নিহিত আছে- যাহাদের বুঝিবার ক্ষমতা আছে, বুঝিয়া লউক। আমি এই পর্যন্ত বলিয়া দিতেছি, ইহা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, আমাদের নবী (সা.)-এর মানবতা এরূপ পরাক্রমশালী যাহা রূহুল কুদ্দুসকেও মানবতার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছে। সুতরাং তোমরা ঐরূপ মনোনীত নবীর অনুসারী হইয়া কেন সাহস হারাইতেছ? তোমরা ঐরূপ আদর্শ প্রদর্শন কর যাহাতে আকাশের ফেরেশতাগণও তোমাদের সততা ও পবিত্রতা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া তোমাদের প্রতি দরূদ (আশীর্বাদ) প্রেরণ করেন। তোমরা এক মৃত্যু বরণ কর যেন তোমরা জীবন লাভ কর এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে তোমরা নিজেদের অন্তর বিমুক্ত কর যেন খোদাতালা তথায় অবতীর্ণ হন। একদিকে পূর্ণ বিচ্ছেদ সাধন কর এং অপরদিকে পূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন কর। খোদা তোমাদের সহায় হউন।

এখন আমি সমাপ্ত করিতেছি এবং দোয়া করিতেছি যেন আমার এই শিক্ষা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি হয় যে, তোমরা পৃথিবীর তারকা স্বরূপ হও এবং তোমরা তোমাদের প্রভু হইতে যে জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছ তদ্বারা জগৎ জ্যোতির্ময় হয়। আমীন সুম্মা আমীন।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৮২-৮৫)

ইমামের বাণী

দেখ, আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে, যে ধর্মের সাথে কিছু পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ রাখে।

(আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া, হরহরি, মুর্শিদাবাদ, (প:ব:)

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

(পরিমাপ করার সময় সঠিকভাবে পরিমাপ কর, বরং অধিক পরিমাণে দাও)

এই নির্দেশটি বিশেষ করে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। তারা যেন পরিমাপ করার সময় ক্রেতাকে ঠকানোর পরিবর্তে সঠিক ওজন পরিমাপ করে বরং অনুগ্রহ স্বরূপ একটু যেন বেশিই দেয়।

–হাদীস

যুগ খলীফার বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৩২)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 24 Jan, 2019 Issue No.4

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আটের পাতার পর.....

সত্যি হয় আর তার কোন অর্থ থাকে তবে স্বপ্নের দৃশ্য ও বর্ণনা থেকে তার অর্থ বেরিয়ে আসে। অনেক সময় স্বপ্নে মধ্যে থাকা নামের মাধ্যমেও স্বপ্নের অর্থ বেরিয়ে আসে। কিন্তু যারা স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তাদের অর্ধেকের বেশি স্বপ্ন অনর্থক। এমনিতেই মনোবিদরা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাভাবিক নিদ্রায় পাঁচ থেকে ছয়টি স্বপ্ন অবশ্যই দেখে থাকে, যেগুলির কয়েকটি স্মরণে থাকে আবার কয়েকটি ভুলে যায়। যদি তুমি কোন ভাল স্বপ্ন দেখ এবং তা মনের মধ্যে ভাল প্রভাব ফেলে তবে তার অর্থ ভাল। যদি কোন স্বপ্ন তোমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে তবে চিন্তা করে দেখ যে, সেটি আদৌ সত্য স্বপ্ন ছিল কি না কিম্বা অসুস্থতার কারণে মনের মধ্যে ভীতি সঞ্চার হয়েছে বা অত্যাধিক আহারের কারণে এমন স্বপ্ন এসেছে।

প্রশ্ন: তবলীগের সময় প্রশ্ন করা হয় যে, ধর্ম যদি সত্য হয় তবে খোদা তা'লা মানুষকে কেন সাহায্য করেন না? যেমন অসুস্থদেরকে?

হুযুর বলেন, তাদেরকে বলবে যে, খোদা না থাকলে কি রোগ-ব্যাধি হবে না? আল্লাহ্ তা'লা তো বলে রেখেছেন। আমাদের ধর্ম সত্য। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, জ্বর বা যে কোন রোগ এই পৃথিবীতে তোমাদের পাপের চিকিৎসা স্বরূপ দেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ পরকালে গেলে যে শাস্তি পেতে তা এই পৃথিবীতেই পেয়ে যাও। অনেকের ব্যধি দীর্ঘ হয়ে থাকে।

শরীয়তের একটি বিধান রয়েছে আর অপরটি হল প্রকৃতির বিধান। দুটি বিষয়ই সামান্তরালভাবে চলতে থাকে। ঝড় ঝঞ্ঝা হোক বা রোগব্যাধি বা কোন মহামারির প্রাদুর্ভাব- এতে পুণ্যবানরাও মারা যায় আর পাপাচারীরা মারা যায়। কিন্তু যদি তুমি খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং এই বিশ্বাস কর যে, পরকালে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিদানও দিয়ে থাকেন এবং শাস্তিও দিয়ে থাকেন, তখন আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যবানদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন আর তারা প্রতিদান লাভ করে। আর যারা খোদাকে বিশ্বাস করে না, আমাদের মতে, তারা শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কাকে ক্ষমা করেন তা তাঁর দয়ার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ উত্তম জানেন তিনি কাকে ক্ষমা করবেন। অনুরূপভাবে একথাও সত্য যে, এমন দুর্যোগের ঘটনাগুলি যদি তুলনা করা হয়, তবে দেখা যাবে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে অধিকাংশই খোদাকে বিশ্বাস করে না। যেমন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, আমার জন্য নিদর্শন স্বরূপ প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। এর ফলে কি ঘটেছিল? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ঘোষণা করেন যে, এটি আমার নিদর্শন হিসেবে প্রকাশ পাবে আর কোন প্রকৃত আহমদীকে এই রোগ স্পর্শ করবে না। এই নিদর্শন দেখা যায় যে, অনেক আহমদী এই রোগে আক্রান্ত হয় কিন্তু তারা মারা যায় নি। অথচ অন্যরা মারা যাচ্ছিল। প্রতিদিন বাড়িতে বাড়িতে মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়েছিল। কোথাও যদি দুই-একজন আহমদী মারাও গিয়েছিল তবে তা উল্লেখযোগ্য ছিল না। অনুরূপভাবে যুদ্ধের বিষয়টিও উল্লেখ যোগ্য। আঁ হযরত (সা.) কে যুদ্ধের নিদর্শন দেওয়া হয়েছিল। কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। যেমন-বদরের যুদ্ধে তিনশ মুসলমান ছিলেন আর অপরদিকে ছিল একহাজার সশস্ত্র কাফের বাহিনী। কাফেরদের সত্তর জন মারা গিয়েছিল আর তাতে চোদ্দ জন মুসলমানও শহীদ হয়েছিলেন। ওহদের যুদ্ধে প্রথমে মুসলমান বাহিনী প্রায় জয়লাভ করে ফেলেছিল। কিন্তু পরে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অনেক মুসলমান শহীদ হন। কিন্তু পরিশেষে পরিণামা কি দাঁড়ায়? মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানদের জয় হয়। তাই প্রতিটি জিনিসের শেষ পরিণতি দেখা উচিত। তোমরা যদি পরকালের জীবনের উপর বিশ্বাস রাখ, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হলেও আল্লাহ্ তা'লা পরাকালে প্রতিদান দিবেন। কেননা আঁ হযরত (সা.) বলেছেন সেও শহীদের মর্যাদা লাভ করে। বাকি রইল প্রকৃতির নিয়ম যা প্রত্যেকের জন্য সমান। কিন্তু কেউ যদি দোয়া করে তবে কেউ যদি দোয়া করে তার রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর যে করছে না তার মৃত্যুর আশঙ্কা বেশি। আর কেউ যদি কোন কারণে মারাও যায় তবে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিদান দিয়ে থাকেন। একথা তুমি তাকে বোঝাতে পারবে যে পরকালে বিশ্বাসী। তুমি তাকে বলবে পরকালে গিয়ে সেখানে দেখা হলে বলব প্রকৃত ঘটনা কি।

প্রশ্ন: কুরআন করীমের কোন সূরাটি আপনার সব থেকে বেশি প্রিয়?

হুযুর বলেন, পুরো কুরআনটিই পছন্দ হওয়া উচিত। হযরত আয়েশা (রা.) কে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আঁ হযরত (সা.)-এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, তুমি কি কুরআন করীম পাঠ কর নি? সেটিই তো আঁ হযরত (সা.)-এর চরিত্র ছিল। এটি আল্লাহ্ তা'লার বাণী আর সব কিছুই কল্যাণকর। তাই এটি পছন্দ আর অমুকটি পছন্দ নয়– অপছন্দের তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কিছু বিষয় বারবার সামনে আসে। তাই সেগুলির পুনরাবৃত্তি হয়ে যায় যেগুলি উপকারী। জামাতের জন্যও এবং পরিস্থিতির জন্যও। সেই কারণে কয়েকটি নির্বাচিত সূরা পাঠ করে থাকি যাতে সেগুলির বিষয়বস্তু চোখের সামনে আসতে থাকে। কারো যদি কখনো সেগুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার থাকে তবে করবে। প্রত্যেক বিষয়ের একটি চূড়ান্ত রূপ থাকে। যেরূপে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আয়তাল কুরসী সূরা বাকারার পরাকাষ্ঠা। অনুরূপভাবে শেষ তিনটি আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এগুলি নাজাতের জন্য। আরও অনেক সূরা আছে যেমন- সূরা ইখলাসের যদি 'আল্লাহুস সামাদের অর্থ' আয়ত্ত করা যায় তবে সেটিই সব থেকে বড় সফলতা। 'আহাদের' থেকে বড় বিষয় হল সামাদ। যার অর্থ হল মুখাপেক্ষীহীনতা। যার অর্থ যিনি অমর, চিরন্তন ও চিরঞ্জীব। সব কিছু নশ্বর কিন্তু তিনি অবিনশ্বর। সামাদ শব্দের ব্যপ্তি ও গভীরতা এতটাই বিশাল। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাঁর শরণাপন্ন হও এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি এক-অদ্বিতীয়। তিনি কারো পিতা নন, না তিনি কারো সন্তান। তাঁর সঙ্গে কারো কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্র সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন কর। তাঁরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। এরই মধ্যে নাজাত নিহিত। প্রত্যেকে সূরা মধ্যে কোন একটি আয়াত সেই সূরা পরাকাষ্ঠা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: নাসেরাতদের জন্য কুরআন ছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে আর কোন পুস্তক সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তুমি নাসেরাতদের পাঠ্যক্রম পুরোটাই শেষ করে ফেলেছ? নাসেরাতদের পুরোপ পাঠ্যক্রম পড়। এরপর ছোট ছোট সহজ পুস্তিকা পাঠ কর। তুমি স্বপ্নের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলে, তা তুমি কি উর্দু পড়তে পার? হাকীকাতুল ওহীর প্রথম ৫০ পৃষ্ঠা পড়ে দেখ। স্বপ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারবে।

হুযুর আনেয়ারের সঙ্গে এই ক্লাস সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

****

ইমামের বাণী

"জানিয়া রাখা উচিত যে, কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

আল্লাহ্র বাণী

"(ইহা) তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে পূর্ণ সত্য, সুতরাং সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।"

(আলে ইমরান: ৬১)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া,মুর্শিদাবাদ

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir